ধর্মকারী
dhormockery
নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ
নির্মিত

# অ-বিষ-শ্বাসী ধর্মবিদ-দেশী

ফাল দিয়া ওঠা কথা, নাস্তিকদের কটূক্তির দাঁতভাঙা জবাব

ও অন্যান্য রচনা


## ওয়াশিকুর বাবু




# অ-বিষ-শ্বাসী ধর্মবিদ-দেশী

## (ধর্মকারীতে প্রকাশিত রচনাসমগ্র)


## ওয়াশিকুর বাবু



একটি ধর্মকারী ইবুক

www.dhormockery.com
www.dhormockery.net
www.kufrikitab.blogspot.com
dhormockery@gmail.com

# অ-বিষ-শ্বাসী ধর্মবিদ-দেশী

ওয়াশিকুর বাবু

দ্বিতীয় প্রকাশ: মার্চ, ২০১৭



ধর্মকারী ইবুক

প্রকাশক
ধর্মকারী
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ
নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

---

**O-Bish-Shashi Dhormobid-Deshi, by Washiqur Babu**
Second Edition: March, 2017
**Published by: Dhormockery eBook**
Dhaka, Bangladesh.
**Created by: NoroSundor Manush**

# সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

# ৩০ মার্চ, ২০১৫



# ওয়াশিকুর বাবু

## ওয়াশিকুর বাবু'র স্মৃতিতে

'ধর্মকারী' ও 'নরসুন্দর মানুষ'র শ্রদ্ধার্ঘ্য

# ওয়াশিকুর বাবু:
# যে নদী মরুপথে হারালো ধারা

এতো অল্প বয়সেই পরিপক্ক স্বচ্ছ চিন্তা, স্পষ্ট শাণিত যুক্তি ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে নিজের জাত চেনাতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর লেখা তাঁকে করে তুলেছিল অন্যদের চেয়ে আলাদা, স্বতন্ত্র। এমনকি মহানবীর মহান বীর অনুসারীরাও বুঝে গিয়েছিল, এই ছেলের ভেতরে আগুন আছে, যা ইছলামের আরোপিত মেকি সৌন্দর্য ঝলসে দিয়ে প্রকৃত কদর্য রূপটি প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে মোকাবিলার সামর্থ্য ও ক্ষমতা ইছলামীদের নেই। ক্ষুরধার যুক্তির কাপুরুষোচিত উত্তর ধারালো চাপাতির মাধ্যমে দিয়ে তারা অভ্যস্ত। আর সেটাই তারা করেছে দু'বছর আগে এই দিনে। যদিও দুই হত্যাকারী ধরা পড়েছে ঘটনাস্থলেই, তবু এই এক বছরে বিচারকার্যের কোনও অগ্রগতি হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়নি। এর একমাত্র কারণ - কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব। মদিনা সনদ অনুযায়ী পরিচালিত দেশের সরকারটি এখন দেশজুড়ে মসজিদ-মাদ্রাসার প্রসারে (পড়ুন, ইছলামী উগ্রবাদের প্রসারে) অন্তপ্রাণ, হেফাজতলেহন ও মোল্লাতোষণকে তা গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে।

ধর্মকারীতে ওয়াশিকুর বাবুর লেখা পোস্টের সংখ্যা শতাধিক। তিনি লিখতেন দু'টি ছদ্মনামে - **"অ বিষ শ্বাসী"** ও **"ধর্মবিদ দেশী"**। এই ইবুকে সংকলিত করা হয়েছে সব

ক'টিই। তাঁর “ফাল দিয়া ওঠা কথা”  ও "নাস্তিকদের কটূক্তির দাঁতভাঙা জবাব" নামের সিরিজ দুটো এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত লেখাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই ইবুকে।

ওয়াশিকুর বাবু, আপনার মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও তার প্রকাশভঙ্গির প্রতি আমার অপার মুগ্ধতার কথা আপনার জীবদ্দশায় আপনাকে জানিয়েছি একাধিকবার, শুনে আপনি বিব্রত হতেন খুবই।

আপনাকে সতর্ক থাকতে বললে আপনি বরাবরই নিরাসক্তভাবে উত্তর দিতেন, **“আমার জীবনের কোনও মূল্য নেই।”** বাবু, সব সময় সঠিক কথা বলে অভ্যস্ত আপনার এই কথাটি কিন্তু অত্যন্ত ভুল ছিলো।

**- ধর্মপচারক**

# নিখিল বাংলা নাস্তিক-কতলোৎসব

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৩২ কোটি টাকার জমিতে নাস্তিক কতলের আয়োজন করা হয়। এতে তেঁতুল শফি সহ সকল আলেম-ওলামা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল, বুদ্ধিজীবী, মডারেট, হেফাজতি, ছাগু, সিপি, কে-ফোর্স, মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রদূতসহ দেশের অগণিত ঈমানদাঁড় মুমিন অংশ নেয়।

শুরুতে 'নাস্তিক কতল করা কেন ফরজ নয়, ওয়াজিব' - এর কারন ব্যাখ্যা করে ক্ষুদ্র বয়ান দেয় তেঁতুল শফি। তারপর নাস্তিকদের আঘাতে আহত ঈমানদণ্ডের বিশেষ প্রদর্শনী হয়। অতঃপর তেঁতুল শফি নিজ হস্তে লতিফ সিদ্দিকীকে কতলের মাধ্যমে নাস্তিক কতলের উদ্বোধন করে। পরবর্তীতে একে একে বাবুনগরি, ফারাবী, ফরহাদ মজহার, গোলাম মাওলা রনিসহ সবাই নাস্তিক কতলে অংশ নেয়। কারাগারে থাকা মেশিনম্যান সাঈদি কারারুদ্ধ দুই কিশোর নাস্তিককে কতল করে।

নাস্তিক কতল উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, বিএনপি নেত্রী সবাই পৃথক পৃথক বাণীতে নাস্তিক কতল সফল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন এবং প্রতিটি ঈমানদাঁড় মুমিনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

যথাযথভাবে নাস্তিক কতল হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষন করার জন্য জাতিসংঘ মানবাধিকার উপস্থিত থাকে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মানবাধিকার তাদের সন্তোষ প্রকাশ করে। এছাড়াও, যুদ্ধাপরাধীদের অধিকার নিশ্চিত করতে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়।

নাস্তিক কতল শেষে সবাই দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করে। সবশেষে মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও অমুসলিমদের অশান্তি কামনা করে এবং পরবর্তীতে অমুসলিম কতলের তৌফিক কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

ইচ্ছাকৃতভাবে পৃষ্ঠাটি ফাঁকা রাখা হয়েছে।

# বাঙালি মুসলিমচরিত

বাঙালি মুসলিমরা সবাই সহজ, সরল, ভাল মানুষ। তারা সাম্প্রদায়িক না, মৌলবাদ লালন করে না, ধর্মান্ধ না। যে ঘটনাগুলো ঘটে, সব সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের চক্রান্তে হয় অথবা ব্রিটিশ 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির কারণে। তারা সহজ সরল মুসলিম বাঙালিকে ভুলিয়ে এসব কাজ করায়। বাঙালি মুসলিম হচ্ছে শিশুর মতো সরল। এদের কোনো দোষ নেই, তেমনি গুণও নেই। এরা ভাল-মন্দ প্রভেদ করতে পারে না।

তবে আপনি কখনোই তাদের সচেতনতা চাইতে পারবেন না, অন্ধবিশ্বাস ভাঙতে পারবেন না। তাহলে আপনি তাদের শত্রু হয়ে যাবেন। আপনাকে তাদের শিশু হয়ে থাকতে দিতে হবে। শিশুরা যেমন রাগ করে অনেক কিছু ভাঙে, তারাও মাঝে-মাঝে বিধর্মীদের ঘর বাড়ি পোড়াবে, নাস্তিকদের কতল করবে। আপনি কিছু বলবেন না বা বললেও ব্যালেন্স করে বলতে হবে। কারণ আপনি মডারেট, সুশীল, বুদ্ধিজীবী।

মা যেমন শিশুকে রসগোল্লার ভেতর ট্যাবলেট পুরে খাওয়াতে চায়, আপনাকেও তেমনি ইসলামের মোড়কে পুরে নৈতিকতা, মানবতা বাঙালি মুসলিমদের গেলানোর চেষ্টা করতে হবে। শিশুর মত তারাও ট্যাবলেটটুকু ফেলে দিয়ে শুধু ধর্মের রসগোল্লাটাই গিলবে বারবার, তারপরও আপনাকে এই প্রক্রিয়াতেই যেতে হবে।

সব কিছুর ইসলামী ভার্শন বের করতে হবে। ইসলামী সেক্যুলারিজম, ইসলামী ইতিহাস, ইসলামী নারীবাদ, ইসলামী বিজ্ঞান, ইসলামী বিবর্তন এরকম। এর জন্য নিজেদেরও ঈমানের পরীক্ষা দিতে হবে। মাথায় টুপি পরতে হবে; প্রয়োজনে খৎনা দেখাতে হবে। এভাবে গেলাতে গিয়ে মূল লক্ষ্যই বাদ পড়ে যাবে। তারপরও ইসলাম থাকা চাই। কোনোভাবেই বলা যাবে না অসাম্প্রদায়িকতার জন্যই সেক্যুলারিজম প্রয়োজন,

নির্মোহভাবেই ইতিহাস জানা প্রয়োজন, মানুষ হিসেবেই নারীর সমতা প্রয়োজন, বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে বিজ্ঞান জানা প্রয়োজন।

আমেরিকা চাইলেই কেন কিছু মানুষকে ব্যবহার করে যা খুশি করাতে পারবে, সেই প্রশ্ন তুলবেন না। সেসব বললেই আপনি নাস্তিক, মুরতাদ হয়ে যাবেন। আপনাকে অবশ্যই ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে আগে। এদের সুশিক্ষা দরকার নেই, বিজ্ঞান দরকার নেই, যুক্তি দরকার নেই। এদের দরকার শুধু ইসলাম। ইসলামের নামে যে কেউ এদের যা খুশি খাইয়ে দিতে পারে।

বাঘ যখন শিকার করে তখন হায়েনা, শিয়াল, শকুন অপেক্ষায় থাকে, কখন বাঘ আহার শেষ করবে, যাতে তারা কাড়াকাড়ি করে উচ্ছিষ্টটুকু সাবাড় করতে পারে। এদেশের মডারেট, সুশীল, বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে হায়েনা, শিয়াল, শকুনের দল। তারা সর্বক্ষণ আমেরিকা নামক বাঘটার অপসারন কামনা করে, যাতে নিজেরা মুসলিম নামক ভেড়াদের নিয়ে ইচ্ছেমতো খেলতে পারে। তাই কেউ মুসলিমদের অন্ধবিশ্বাস, মূর্খতা ভাঙতে চাইলে তারা সহ্য করতে পারে না।

মূর্খ শিকার-সচেতন হয়ে উঠলে তো রুটি-রুজি, খ্যাতি সব ভেসে যাবে!

# ফাল দিয়া ওঠা কথা

**১.**

বিশ্বাস নিয়ে কটাক্ষ করলে ইসলামের পিলার নড়বড়ে হয়ে যায়। এই পিলার আবার ইট, বালু, সিমেন্ট দিয়ে মেরামত করা যায় না। রক্ত প্রয়োজন হয়। নাস্তিক, মুরতাদদের রক্ত...

**২.**

বিশ্বাসীদের দাবী নাস্তিকরা শুধু বেছে বেছে ধর্মগ্রন্থগুলোর নেতিবাচক বাণীগুলো তুলে ধরে, অথচ অনেক ভাল ভাল কথা আছে, তা তাদের চোখে পড়ে না।

কিন্তু ধর্মগ্রন্থগুলোতে ভাল ভাল কথা লেখা থাকলেও বাস্তবে এগুলোর উপযোগিতা কী? একজন ব্যক্তি যদি ভাল কাজ করতে চায়, তার জন্য তাঁকে ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্স দেখাতে হয় না; স্রষ্টার দোহাই দেওয়া ছাড়াই যে কোনো ভাল কাজ করা যায়।

অপরদিকে কোন পুরুষ যদি একাধিক বিয়ে করতে চায়, দাসী সহবত করতে চায়, পালক পুত্রের বধূকে বিয়ে করতে চায় অথবা সমাজের প্রতাপশালী একটি অংশ যদি আরেকটি অংশকে নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য হিসেবে আখ্যায়িত

করতে চায়, কাউকে ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারতে চায়, তাহলে তার বা তাদের জন্য ধর্মগ্রন্থই সবচেয়ে বড় সহায়।

৩.

বিপক্ষ মতকে অসম্মান প্রদর্শনের জন্য যদি হত্যা বৈধ হত, তাহলে মুসলিম সম্প্রদায় বলতে কিছু থাকত না।

৪.

প্রথমে তারা ধর্মবিদ্বেষী কতল করল...
আমি হাততালি দিলাম।
কারণ আমারও অনুভূতি আছে।

তারপর তারা নাস্তিকদের কতল করল...
আমি কলেমা পড়ে নিজের আস্তিকতার প্রমাণ দিলাম।
কারণ আমারও ঈমান আছে।

তারপর তারা বিধর্মীদের কতল করল...
আমি লুঙ্গি উঁচিয়ে ঈমানদণ্ড দেখিয়ে দিলাম।
কারণ আমারও খৎনা আছে।

তারপর তারা মডারেটদের কতল করল...
আমি দাড়ি-টুপি রেখে পাক্কা মুমিন হলাম।
কারণ আমারও হুরের লোভ আছে।

তারপর তারা ভিন্ন ফেরকার ধার্মিকদের কতল করল...
আমি তাদের দলে ভিড়ে কতলে অংশ নিলাম।
কারণ আমারও জানের ভয় আছে।

তারপরও তারা আমার হাতের তালু কেটে নিল...
কারণ প্রথমে হাততালি দিয়েছিলাম, যা হারাম...

**৫.**

- মদীনা সনদ অনুযায়ী চললে নাকি দেশ শান্তিতে থাকবে? অথচ ফারাবি গং সরাসরি নাস্তিকদের কতল করার হুমকি দিচ্ছে।
- মদীনা সনদে নাস্তিকদের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

- প্রতিনিয়ত হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নির্যাতিত হচ্ছে।
- মদীনা সনদে হিন্দুদের নিয়ে কিছু বলা হয়নি।

- আদিবাসীদের নিয়ে কিছু আছে? তাদের উপর চলছে দমন-নিপীড়ন।
- মদীনা সনদে আদিবাসীদের নিয়ে কিছু বলা হয়নি।

- তাহলে কাদের নিয়ে বলা হয়েছে?
- মুসলিম, মদীনায় তৎকালীন সময়ে বসবাসরত কয়েকটি গোত্র আর ইহুদীদের নিয়ে।

- বাংলাদেশে তো সেসব কোনো গোত্র বা ইহুদী নেই!
- তাতে কী? মুসলিমরা তো আছে।

- তাহলে বাকিদের অধিকার?

- সকল অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠের।

- কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা?

- ধর্মনিরপেক্ষ হইলে কি আর মদীনা সনদ দিয়ে দেশ চালাতে হয়? সব ধর্মেই তো কম-বেশি শান্তির বাণী আছে। সরকার পারবে সেসবের উদাহরন দিতে? মদীনা সনদের কথা বলা মানেই তো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নেওয়া। এর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকে কীভাবে?

# মডারেট বালছাল

**১.**

মডারেট বাণী: 'উগ্র নাস্তিক আর উগ্র ধার্মিক উভয়কে ঘৃণা করি। উভয়ই সমাজের জন্য ক্ষতিকর।'

উগ্র নাস্তিক = ধর্ম, স্রষ্টা, ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা। বিশ্বাসকে নানাভাবে কটাক্ষ করা। সম্মানিত নেতাদের অশ্লীলভাবে সম্বোধন করা...

উগ্র ধার্মিক = উগ্র নাস্তিক, নম্র নাস্তিক, মডারেট আস্তিক, অধার্মিক আস্তিক, ভিন্নধর্মের অনুসারী, সমধর্মের ভিন্নমতের অনুসারী, স্বাধীনচেতা নারী সবার প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ ও প্রকাশ করা, সুযোগ বুঝে সামনে বা পেছন থেকে তাদেরকে আক্রমণ করে আহত বা নিহত করা, ধর্ম অবমাননার ধোঁয়া তুলে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস চালানো, বিধর্মীদের ঘর লুটপাট, বিধর্মী নারী ধর্ষণ, আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষার বিরোধিতা, ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধিতা...

অতএব উগ্র নাস্তিক = উগ্র ধার্মিক (প্রমাণিত)

# মডারেট আর সুশীলে > ধর্মধনরে চুষিলে > কেন ভুল হবে দুষিলে?

**১.**

কী মুশকিল!

নাস্তিকদের বিরোধিতা করতে গিয়ে দেখি অনেকে বিজ্ঞানকেও শত্রু বানিয়ে ফেলছে! বিজ্ঞানমনস্কতা মানুষের শত্রু, বিবর্তনতত্ত্ব বর্ণবাদী এসব বক্তব্যও দেখতে হচ্ছে!

এমনিতেই এদেশের সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারনা ভাসাভাসা। তারা মনে করে, বিজ্ঞানীরা কোরান পড়ে সব আবিষ্কার করে। আর যেসব আবিষ্কার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যায়, সেগুলো ইহুদি-নাসারাদের ষড়যন্ত্র; মুসলিমদের ঈমান ধ্বংসের নীল নকশা। কিন্তু মডারেট, সুশীলরাও এরকম চিন্তা করে, ভাবতে পারিনি।

এখন বুঝলাম, বিজ্ঞানের আসলেই কিছু সমস্যা আছে। গুটিবসন্ত, প্লেগের মতো মহামারী নির্মূল এবং অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের ফলে কোটি কোটি মানুষের পাশাপাশি অনেক মানুষরূপী ছাগলও অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে। এ জন্যই এরা এখন জোর গলায় ম্যাৎকার করে বলতে পারে: 'বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্মের অবদান বেশি।'

**২.**

'মেয়েরা পর্দা না করলে তো ধর্ষণ হবেই।'
'লেখায় পর্দা না করলে তো কোপ খাবেই।'

আপনি এই দু'টি বাক্যের একটি সমর্থন করেন মানেই আপনি বলদা। আর আপনার এই বলদামিকে লাত্থি মেরে অনুভূতি নিহত করাই আমার লক্ষ্য।

৩.

ফারাবি একবার জেলে গিয়ে বীরের বেশে ফেরত এসেছিলো।

২১ টাকা ভিক্ষা চাওয়া, মেয়েদের ইনবক্সে বিরক্ত করে বেড়ানো একটা নেড়ি কুকুর রাতারাতি নেকড়ে বনে গেল। তারপর থেকে সে-ই টাকা দিয়ে বেড়ায়, বন্দী থাকাকালীন কতো উচ্চপদস্থ পুলিশ-আর্মি তার ভক্ত হয়েছে, তার বর্ণনা দেয়। পাশাপাশি ধর্মান্ধতা এবং খুনের হুমকি তো আছেই।

এবার জেল থেকে ঘুরে এসে তার দৌড় কত দূর বাড়ে, তা-ই দেখার বিষয়।

৪.

ইসলামী মতে, কেয়ামতের দিন আলাহ মীযান নিয়ে পাপপুণ্যের ওজন করবে। আমাদের সুশীলরা দুনিয়াতেই অদৃশ্য মীযান হাতে অপরাধ মাপে। এই মীযানের মাপদণ্ডে সবচেয়ে ভারী অপরাধ হলো ধর্মকে গালাগাল।

তাই তারা এক পাল্লায় উগ্র আস্তিকদের জঙ্গিবাদ, হত্যা, ধর্ষণ, হিল্লা, সাম্প্রদায়িকতা উঠিয়ে অন্য পাল্লায় উগ্র নাস্তিকদের গালাগাল দিয়ে ব্যালেন্স সমান দেখিয়ে দাবি করে উগ্র নাস্তিক ও উগ্র আস্তিক - দুইই সমান অপরাধী।

অতপর সুশীল চুতিয়াদের কোন অবদানকে বিশ্বাসীরা অস্বীকার করবে?

৫.

এক থাবা বাবার মৃত্যু হাজার থাবা বাবা জন্ম দিয়েছে।
এক অভিজিৎ রায়ের মৃত্যু লাখো অভিজিৎ রায়কে জন্ম দেবে।

কলম চলবে, চলতেই থাকবে। তোদের বিশ্বাসের মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত।

ইসলাম ধ্বংস হোক,
ইসলাম ধ্বংস হোক,
ইসলাম ধ্বংস হোক...

# মডারেট বালছাল

**২.**

মডারেট বাণী:

"ধর্মীয় উগ্রতার জন্য মূলত নাস্তিকরা দায়ী। তারা ধর্মের বিরুদ্ধে উসকানি মূলক লেখা লেখে বলেই মৌলবাদীরা উত্তেজিত হয়।"

অতএব জ্ঞানী মডারেটদের বক্তব্য মতে কোনোকিছু বলতে, লিখতে বা চিন্তা করতে হলে আগে লক্ষ্য রাখতে হবে মৌলবাদীরা উত্তেজিত হবে কি না। সুতরাং ধর্মবিরোধী কিছু বলা বা লেখা যাবে না; ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষেও কিছু বলা যাবে না; বিধর্মী বা নারীর সমঅধিকার নিয়ে কিছু বলা যাবে না; বিজ্ঞানীরা গবেষণা করার সময় লক্ষ্য রাখবেন - ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিনা!

হাজার বছর ধরে পাঠ করে আসা ধর্মীয় বাণীগুলো নিজেদের খেয়ালখুশিমত অর্থ পরিবর্তন করে বিজ্ঞানের সাথে জগাখিচুড়ি করে মিলিয়ে দেওয়াটাও মৌলবাদীদের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। খুব খেয়াল কইরা...

**৩.**

উস্কানিমূলক লেখনির জন্য কর্তন, আর উস্কানিমূলক পোশাকের জন্য ধর্ষণ - দুটোই সম ধারনার দাবি।

ধার্মিকরা দুটো দাবিই সঠিক মনে করে, কারণ তারা বিশ্বাসী।

নাস্তিকরা দুটো দাবিই খারিজ করেম কারণ তারা যুক্তিবাদী।

মডারেটররা একটা মানলেও আরেকটা মানে না, কারণ তারা বিশ্বাসীও নয়, যুক্তিবাদীও নয়।

**৪.**

'রোহিঙ্গা ইস্যুতে অমুক নাস্তিকের বক্তব্যের সাথে জামাত-শিবিরের বক্তব্যের মিল আছে। তাই এইসব মুক্তমনার ভেকধারীরা সবাই ছাগু...'

জামাত-শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ একটি ধর্মের নামে। তারা ৭১-এ গণহত্যা, লুটপাট, গণধর্ষণ চালিয়েছিল সেই ধর্মের নামে। তার অনেকদিন পর এ দেশে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একই ধর্মের নামে। হাজার হাজার তরুণকে ব্রেনওয়াশ দিয়ে রেখেছে সেই ধর্মের নামে। দেশের মোট জনসংখ্যার বড় একটা অংশকে (বিএনপি এবং জামাতি) বিভ্রান্ত করে রেখেছে সেই ধর্মের নামে। ২০০১ সালে নির্বাচনে তারা ক্ষমতায় এসে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস চালিয়েছে সেই ধর্মের নামে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার পণ্ড করার চেষ্টা করছে সেই ধর্মের নামে। গণজাগরণকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছে সেই ধর্মের নামে। সাঈদীর চাঁদে দেখা যাওয়া সহ বিভিন্ন গুজব ছড়িয়েছে এবং জনগণের একটা অংশকে বিশ্বাস করিয়েছে সেই ধর্মের নামে।

সেই ধর্ম না থাকলে জামাত-শিবিরের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত মুহূর্তেই...

**কুইজ:**

১. জামাত-শিবিরের সাথে কাদের ধর্মবিশ্বাসে মিলে যায়?

২. নাস্তিক বিরোধী ইস্যুতে জামাত-শিবিরের সাথে কাদের বক্তব্য মিলে যায়?

# নাস্তিকদের কটূক্তির দাঁতভাঙা জবাব

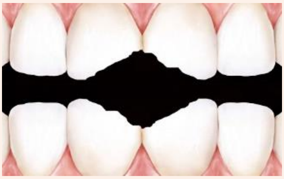
আসুন, নাস্তিকদের কটূক্তির বিরুদ্ধে দাঁতভাঙা জবাব দিই...

**কটূক্তি ১:**

মুহাম্মদ কাবায় স্থাপিত পৌত্তলিকদের মূর্তি ভেঙেছে, পালক সন্তানের বিধান বাতিল করে পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করেছে, নারীদের উপর পর্দা চাপিয়ে দিয়েছে...

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, কোনো প্রথা বা আচার সমাজে প্রচলিত হলেই তা কল্যাণকর হয় না। আমাদের মনে রাখতে হবে, মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। তিনি অনেক প্রথা বাতিল করে নতুন বিধান দিয়েছিলেন সমাজ পরিবর্তনের স্বার্থে। তার প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনেই সুদূরপ্রসারী কল্যাণ নিহিত...



**কটূক্তি ২:**

মুহাম্মদ যুদ্ধবন্দিনীদের ধর্ষণ করেছিল; একাধিক পত্নী, উপপত্নী, দাসী রেখেছিল; নাবালিকা বিয়ে করেছিল; অমুসলিমদের হত্যা অথবা নির্বাসিত করেছিল...

**দাঁতভাঙা জবাব:**

নাস্তিকরা আসলেই বেকুব। আরে এসব প্রথা তো তৎকালীন আরবেই প্রচলিত ছিল। সময়ের প্রয়োজনে প্রচলিত কোনো প্রথা অনুসরণ করলে তাঁর দোষ কোথায়? আসলে ইসলামবিদ্বেষী হলেও নাস্তিকগুলা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না...

# বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান বনাম ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

- ধর্মে তো অনেক ভালো ভালো কথা বলা হয়েছে। তাহলে ধর্মের বিরোধিতা করা মানে কি ভালো বক্তব্যগুলোর বিরোধিতাও না?
- ধর্মে যেমন ভালো বক্তব্য আছে, তেমন চরম অনৈতিক বক্তব্যও আছে। আর ধর্মে যাচাই-বাছাই করার সুযোগ নেই। ভালো-মন্দ সব কিছুই মানতে হবে। এই অন্ধ আনুগত্যের জন্যই ধর্মের বিরোধিতা করা।

- ধর্মের অনৈতিক বক্তব্যগুলো কিছু ধর্মব্যবসায়ীর মনগড়া বক্তব্য। তার জন্য তো ধর্ম দায়ী নয়।
- ধর্ম বিষয়টাই আসলে ধর্মব্যবসায়ীদের সৃষ্টি। পুরোটাই এদের মনগড়া বক্তব্য। আপনি শুধু পয়গম্বরের ক্ষেত্রে সেটা মানছেন না। কিন্তু পরবর্তীতে যারা ধর্ম বর্ধন করেছে, তাদেরটা ঠিকই মেনে নিচ্ছেন।

- পয়গম্বর যা বলেছেন, তা-ই মূলত স্রষ্টা-মনোনীত ধর্ম। তাতে খারাপ কিছু নেই। খারাপ যা কিছু আছে, সব ধর্মব্যবসায়ীদের সংযোজন। তাই আমাদের ভালোগুলো বাছাই করে গ্রহণ করতে হবে এবং খারাপগুলো বর্জন করতে হবে।
- মানুষ কীভাবে বুঝবে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ?

- কেন নিজের বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান দিয়ে?
- যদি নিজের বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান দিয়ে ভালো-মন্দ বোঝা সম্ভব হয়, তাহলে ধর্মের আর প্রয়োজন কী?

# ফাল দিয়া ওঠা কথা

**৬.**

ধর্ম নিয়ে কিছু লিখলেই অনুভূতি আহত হয়, মোল্লারা ক্ষেপে যায়, শান্তি বিনষ্ট হয়। এমনিতে খুব শান্তি বজায় থাকে।

মোল্লারা শান্তিতে ধর্মব্যবসা করে, মাদ্রাসায় শান্তিতে বালক ধর্ষিত হয়, গ্রামে শান্তিতে বালিকাদের বিয়ে দেওয়া হয়, রাতের বেলা শান্তিতে হিন্দুদের ঘর-বাড়ি দখল করে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আদিবাসী তরুণীকে শান্তিতে ধর্ষণ করা হয়, ফতোয়া দিয়ে শান্তিতে নারীদের হিল্লা বিয়ে দেওয়া হয়। এত শান্তি দেখে মডারেটরাও শান্তিতে চোখ বুঁজে থাকে।

সমাজকে শান্তিতে বলাৎকার করতে দিন ধর্মবরাহদের। বাধা দিলেই ধর্ষণে পরিণত হবে। শান্তি বিনষ্ট হবে।

**৭.**

বিশ্বাস নিয়ে খোঁচাখোঁচি বন্ধ করাতে চান?
বিশ্বাস দিয়ে মানুষকে খোঁচানো বন্ধ করুন...

**৮.**

মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারে না। তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ হিন্দুত্ববাদী ভারতের ষড়যন্ত্র, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দায়ী।

অথচ এরাই মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার কতটুকু অবদান (?), তা জোর গলায় প্রচার করে, জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বানাতে চায়, যে-বাংলাদেশ তারা মানে না সেই বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বলে দাবি করে!

এদের অবস্থা এ রকম যে, এরা চাঁদে মানুষের গমন বিশ্বাস করে না, তবে চাঁদে ঘুরে এসে তাঁরা মুমিন হয়েছেন তা বিশ্বাস করে।

**৯.**

নাস্তিকতাকে সরাসরি অপরাধের তালিকায় ফেলতে না পেরে মডারেটগণ 'ইসলামবিদ্বেষী' শব্দটা জুড়ে দেন। কিন্তু ইসলামবিদ্বেষ কেন অপরাধ হবে? ইসলাম তো জীবন্ত কিছু নয়; একটা ধর্ম বা মতবাদ। একজন মানুষ যেমন এই মতবাদকে পছন্দ করার অধিকার রাখে, এই মতবাদের সপক্ষে প্রচার করার অধিকার রাখে; তেমনি একজন মানুষ অপছন্দ করারও অধিকার রাখে, বিপক্ষে কথা বলারও অধিকার রাখে।

**১০.**

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন এখন অতিসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের পথে হাঁটছে।
'নারায়ে তকবীর' বলে
পিছু হটো...

# ধর্মানুভূতির স্তরসমূহ

## ১. কট্টর স্তর

এই স্তরের কাছে নিজ ফেরকা ব্যতীত অন্যান্য ফেরকার পূর্ণ ধার্মিক, ফেরকা না মানা মডারেট মুসলিম, সাধারণ নন-প্র্যাক্টিসিং মুসলিম (নামাজ না পড়া, দাড়ি না রাখা, গোড়ালির নিচে কাপড় থাকা), হারামের সাথে জড়িত মুসলিম (ব্যাংকে সুদের টাকা রাখা, বেপর্দা চলা), নীরবতা পালনকারী নাস্তিক, ধর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করা নাস্তিক, কটুক্তিকারী নাস্তিক্ত - সবাই ধর্মের অবমাননাকারী;

## ২. সেমি-কট্টর স্তর

অন্য ফেরকার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না যদি পূর্ণ ধার্মিক হয়। এ ছাড়া বাকি সব বিষয়ে কট্টরদের মতই;

## ৩. সাধারণ ধার্মিক স্তর

অন্য ফেরকা বা নন প্র্যাক্টিসিং মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। তবে বাকি বিষয়ে কট্টরদের সাথে একমত;

## ৪. সাধারণ মুসলিম স্তর

ঈমান থাকলেই হল। পালন করা না করা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তবে নাস্তিক হওয়াটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করে;

## ৫. সেমি-মডারেট স্তর

নাস্তিক নিয়ে সমস্যা নেই। তবে কোনো বক্তব্য দিতে পারবে না নাস্তিকতার সপক্ষে বা ধর্মের বিরুদ্ধে;

## ৬. মডারেট স্তর

ধর্ম নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহনযোগ্য মনে করে। তবে ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ, কটূক্তি সহ্য করে না;

## ৭. অনুভূতিহীন স্তর

নিজের মত ধর্ম পালন করে। কে কী বলল না বলল, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

## সিদ্ধান্ত

আপনি যে স্তরেই থাকেন না কেন, কারো না কারো দৃষ্টিতে আপনি ঠিকই ধর্ম অবমাননাকারী; ধর্ম অনুভূতিতে আঘাত করে চলেছেন। তাই হয় আপনাকে অনুভূতিহীন স্তরে আসতে হবে অথবা অনুভূতি নিয়ে রক্তাক্ত সংঘাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এর বাইরে নিজের সুবিধামত মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে আপনার নিচের স্তরের হাতে একদিন ধরা পড়বেন...

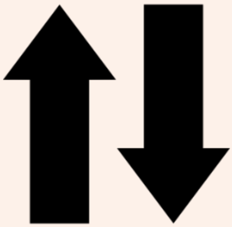
# নাস্তিকদের কটূক্তির দাঁতভাঙা জবাব

**কটূক্তি ৩:**

ইসলামে যুদ্ধবন্দিনী ও দাসীধর্ষণ বৈধ।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন অতীতের প্রক্ষাপটে কে কী করেছে, এ প্রসঙ্গ তোলা এখন অবান্তর। বর্তমানে মুসলমানরা তো আর দাসীধর্ষণ করছে না!



**কটূক্তি ৪:**

এখনো বিশ্বের অনেক জায়গায় মুসলিমরা হিল্লা বিয়ে, মেয়েদের খৎনা এসব বর্বর প্রথার চর্চা করছে।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

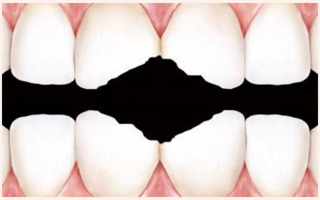
বর্তমানের মুসলিমরা কোনো অপকর্ম করলেই তার জন্য ইসলাম দায়ী হবে কেন? এরা সহী মুসলিম নয়। আমাদের দেখতে হবে নবী ও তার সাহাবীরা কীভাবে ইসলাম পালন করতেন...

**কটূক্তি ৫:**

ইসলামে যাচাই-বাছাই করার সুযোগ নেই। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। ধর্ম ত্যাগ করলেই কতল...

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, ধর্মত্যাগী হওয়া মানে নিজ পরিবার, গোত্রের সাথে বেঈমানি করা। আপনি কি জন্মভূমি যাচাই-বাছাই করেন নাকি জন্মসূত্রে পান? কিছু কিছু বিষয় আছে যাবতীয় প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। ধর্মও তাই।



**কটূক্তি ৬:**

ইসলামে অন্য ধর্মানুসারীদের জাহান্নামি বলা হয়েছে। কিন্তু জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মের জন্য তো কেউ দায়ী নয়। তাহলে কেন ভাল কাজ করেও বিধর্মী মাত্রই জাহান্নামি হবে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মই কেন কেউ আঁকড়ে ধরে থাকবে? তার কি বিচার বিবেচনা নেই? সে কি ভাল মন্দের পার্থক্য বোঝে না?

**কটূক্তি ৭:**

হাদীসে নারীদের নিয়ে অনেক আপত্তিকর বক্তব্য আছে। নারীকে ঘোড়া, কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে; পুরুষের জন্য অশুভ বলা হয়েছে; স্ত্রীকে প্রহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কোন পয়গম্বর কি এরকম জঘন্য কথা বলতে পারেন?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, আল্লাহ নিজে কোরানকে সংরক্ষিত করলেও হাদিসকে করেননি। হাদিসগুলোতে মানুষের হস্তক্ষেপ হয়েছে, তাই এগুলোতে ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া ইহুদি-নাসারারা ষড়যন্ত্র করে অনেক ভুল তথ্য ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই হাদীস বাদ দিয়ে কোরানেই মনোযোগি হতে হবে। কোরানই ইসলামের আসল উৎস...

**কটূক্তি ৮:**

কোরানে নারীকে শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

বিচ্ছিন্নভাবে একটা আয়াত তুলে দিয়ে কোরানের ভুল ধরলেই তো হবে না। কোন প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়েছে, তা জানতে হবে। এর জন্য হাদিস পড়তে হবে...

# ফাল দিয়া ওঠা কথা

**১১.**

স্বাধীনতার পর দেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল মোট জনসংখ্যার ১৩.৫ ভাগ। তাই ভোটের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ সাজার প্রয়োজন ছিল।

মেরে, ধর্মান্তরিত করে, পিটিয়ে দেশছাড়া করে এখন হিন্দু জনগোষ্ঠীর হার ৮.৫ ভাগ। তাই ধর্মনিরপেক্ষ সাজার চেয়ে টুপি মাথায় দিয়ে মদীনা সনদের বুলি আওড়ালেই ভোটের রাজনীতিতে ফায়দা বেশি।

**১২.**

এক সময় আমি প্রবল ধার্মিক ছিলাম। তারপর বাংলায় কোরআন পড়তে শুরু করলাম...

**১৩.**

ধর্ম যতদিন থাকবে ততদিনই ধর্মানুভূতি আহত হবে।

বিশ্বাসী ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাবে সম্প্রদায়গত, গোত্রগত বা মাজহাবগত পার্থক্যের কারণে। নামাজে তাকবীরের নিয়ম নিয়ে ঝগড়া হবে, দাড়ির পরিমাপ নিয়ে হবে হাতাহাতি, মিলাদ পড়া নিয়ে লাঠালাঠি, ঈদের দিন নির্ধারণ নিয়ে হবে দাঙ্গা...

প্রকৃতপক্ষে ধর্মানুভূতি রক্ষার একটাই উপায় আছে। যাবতীয় ধর্মীয় আলোচনা ও আচারসহ ধর্ম শব্দটিকেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া। তাহলে আর কারো অনুভূতি আহত হবে না। রক্ষা হবে অসংখ্য অমূল্য প্রাণ...

**১৪.**

ইসলাম হচ্ছে সবচেয়ে প্রগতিশীল ধর্ম; যাকে রক্ষার জন্য প্রগতির চর্চা নিষিদ্ধ করতে হয়...

**১৫.**

একসময় সবাই মানুষ ছিল।

তারপর ঈশ্বরের আবির্ভাব হল; মানুষ হয়ে গেল হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদি, শিখ...

**১৬.**

সক্রেটিসকে বিষ দেওয়া হয়েছিল,
ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল,
হাইপেশিয়ার দেহকে নৃশংসভাবে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল,
গ্যালিলিওকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল,
আরজ আলী মাতুব্বরের নামে মামলা করা হয়েছিল,
হুমায়ুন আজাদকে কোপানো হয়েছিল,
তসলিমা নাসরিনকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে;

এত হত্যা, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা দিয়েও মুক্তচিন্তার মানুষদের নাম মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি, তাদের চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। বরং মৌলবাদী, নিপীড়নকারীরাই মুছে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে।

সত্য কথা বলার জন্য কাউকে হত্যা করতে হয় না, হুমকি দিতে হয় না, স্বীকার করার জন্য কাউকে বাধ্য করতে হয় না।

কিন্তু ধর্ম টিকিয়ে রাখার জন্য হত্যা করতে হয়, নিপীড়ন করতে হয়, মানুষের কণ্ঠরোধ করতে হয়। কারণ, ধর্ম মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

# মডারেট মুসলিমদের ইসলামী মানবতার টেমপ্লেট (ফেবু ভার্শন)

ইসলামের নামে কোনো অপকর্ম সাধিত হওয়ার দু'দিন পর পোস্ট নিয়ে হাজির।

পোস্টের প্রথম বাক্যে অপকর্মের মৃদু সমালোচনা ও দুঃখ প্রকাশ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যে 'অপকর্মকারীরা সহি মুসলিম নয়' সেই ঘোষণা এবং ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনা।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাক্যে অপকর্মের পেছনে ইহুদী-নাসারাদের মোড়ল আম্রিকার ষড়যন্ত্র বের করা এবং নির্যাতিত মুসলিমদের বয়ান (উদাহরণ: ফিলিস্তিনে কাতারে কাতারে মুসলিম মরছে তা রেখে কি না, এই ছোট বিষয় নিয়ে মাতামাতি!)।

সপ্তম, অষ্টম, নবম এবং দশম বাক্যে এই ইস্যুতে ইসলামবিদ্বেষী লেখালেখির তীব্র সমালোচনা করে অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার কারণে নাস্তিকদের মুণ্ডুপাত।

**বি.দ্র.**

মডারেট চুতিয়ারা ইসলামী অপকর্মের পর নিজেরাই অপেক্ষায় থাকে কখন ইসলামের সমালোচনা হবে। যাতে অনুভূতির দোহাই দিয়ে ইসলাম সমালোচনার সাথে খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসকে তুলনা করে ব্যালেন্স রক্ষা করতে পারে।

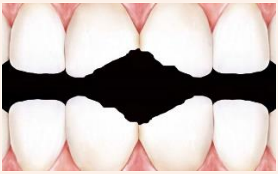
# নাস্তিকদের কটূক্তির দাঁতভাঙা জবাব

**কটূক্তি ৯:**

মুসলমানরা ভিন্ন দেশের মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের জন্য প্রচুর সমালোচনা করে, অথচ নিজ দেশে অমুসলিমদের উপর নির্যাতনের বিষয়ে উচ্চবাচ্য করে না।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, আল্লাহ কোরানে মুসলিমদের ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ভাইদের প্রতি বেশি টান থাকাই তো স্বাভাবিক, তাই না?



**কটূক্তি ১০:**

মুসলিমরা একে অপরের ভাই হলে নিজেদের মধ্যে এত বিভক্তি কেন? কেন এত হানাহানি, রক্তারক্তি?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

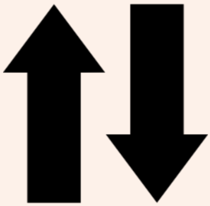
দেখুন নবীজি নিজেই বলেছেন, মুসলিমরা ৭৩ ভাগে বিভক্ত হবে। তাই মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ নবীর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে...

**কটূক্তি ১১:**

ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। দুজন ব্যক্তি পরস্পরের ইচ্ছায় মিলিত হলে তাদের কেন মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে? এটা কি অমানবিক নয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, যৌনস্বাধীনতা কখনোই গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। এর ফলে পরকীয়া বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এর কারণে নারীরা মূলত স্বাধীনতার নামে পণ্যে পরিণত হয়।



**কটূক্তি ১২:**

ধর্ষণের মত জঘন্য যৌনঅপরাধ কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

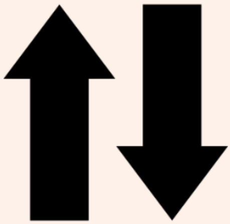
দেখুন, যুদ্ধবন্দিনীরা মুসলিমদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে নিজেরাই মিলিত হত। এতে তারাও আনন্দ পেত, সেটা কি আপনাদের চোখে পড়ে না? আর দাসীদেরকে তো ভরণপোষণ দিতে হত। এর ফলে তারা নিরাপত্তা পেত। সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারত...

**কটূক্তি ১৩:**

মুসলমানরা চোদ্দশ বছর পূর্বের জীবনবিধানে ফিরে যাওয়ার কথা বলে। যা আজকের যুগে অচল।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যাবস্থা। এখানে সব সমস্যার সমাধান দেওয়া আছে।



**কটূক্তি ১৪:**

কিন্তু মুসলমানরা ঠিকই বিধর্মীদের প্রবর্তিত আধুনিক জীবনযাপনের সুফল ভোগ করে...

**দাঁতভাঙা জবাব:**

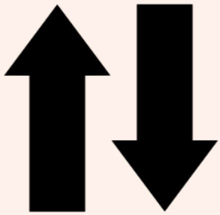
দেখুন, ইসলাম নমনীয় ধর্ম। এখানে পরিবর্তনের সুযোগ আছে...

**কটূক্তি ১৫:**

ইসলাম বা নবীকে নিয়ে কটাক্ষ করলে মুসলিমরা তার প্রতিবাদে রক্তপাত করে। এটা কি গ্রহণযোগ্য?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

ইসলাম বা নবীকে কটাক্ষ করা মানে ১৫০ কোটি মুসলিমের অনুভূতিকে আহত করা। এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য...



**কটূক্তি ১৬:**

মুসলিমরাও তো অন্যান্য ধর্মকে ঠিকই কটাক্ষ করে। এতে অসংখ্য বিধর্মীদের অনুভূতি আহত হয় না?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, কেউ ভ্রান্ত ধর্মে বিশ্বাস করলেই কি সেটাকে সম্মান জানাতে হবে? কারো বিশ্বাস যদি হাস্যকর হয়, তাহলে সেটা নিয়ে হাসাহাসি করা যাবে না কেন?

# রোজানামচা

**১.**

রমজান মাসে শয়তানকে বিশ্রামে রাখা হয়, কারন মুমিনরা এতো শয়তানি করে যে, আসল শয়তানের প্রয়োজন পড়ে না।

**২.**

রোজার সময় জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায় আর জান্নাতের দরজা খুলে যায়। সেই জান্নাতি বাতাসের ফলাফল হল:

১. দ্রব্যমূল্যের অসহনীয় বৃদ্ধি,

২. যানজটের চরম আকার ধারন,

৩. স্থানে স্থানে থুতু নিক্ষেপ,

৪. চারপাশে দুর্গন্ধময় মুখ।

দাও ফিরিয়ে সেই জাহান্নাম, লও এ জান্নাত...

**৩.**

ইসলামের কী রাজকীয় সাম্য, তা ধনী-গরীব সবাইকে ক্ষুধার জ্বালা উপলব্ধির জন্য উপবাস করতে বাধ্য করে!

**৪.**

সারা বছর প্রকৃত অভুক্ত মানুষের জন্য কেউ প্রকাশ্যে খাদ্যগ্রহন থেকে বিরত থাকে না, রেস্তোরা বন্ধ রাখে না বা পর্দা লাগায় না;

অথচ ভান করে অভুক্ত থাকলে তাকে সম্মান করার জন্য সব বন্ধ রাখতে হবে!

**৫.**

ইফতার টাইম বিনোদন...

ইনবক্সে জনৈক মুরাদ টাকলা:

apne k vai? kecodin Age dekhtam nastikota bader janan deten, akn dekhce Islam islam bole manuser dat vangtacen esob ke?

- রমজান মাসে শয়তান বন্দী হয়ে যায়, এইজন্যই বোধহয় আমার মাথায় শয়তানি চিন্তা আসছে না। আলহামদুলিল্লাহ।

**৬.**

ঘরে খাবার মজুদ রেখে সকাল-সন্ধ্যা উপবাস করে ভূরিভোজনে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে প্রকৃত ক্ষুধার্তকে সম্মান দেখানো হয় না, বরং উপহাস করা হয়।

# ফাল দিয়া ওঠা কথা

**১৭.**

- এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির সমস্ত উত্তর না জেনেই আপনি কিভাবে ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন?
- যেভাবে ক্যান্সারের প্রতিষেধক সম্পর্ক কিছু না জেনেও কবিরাজদের কথিত ক্যান্সারের মহৌষধগুলো ভুয়া বলে উড়িয়ে দিতে পারি।

**১৮.**

'ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি' - এই দাবীর সাথে দ্বিমত পোষণ করলেই তরবারি দিয়ে কল্লা ফেলে দেওয়া হবে।

**১৯.**

ধর্মানুভূতির স্বার্থে বাকস্বাধীনতা রূদ্ধ নয়, বাকস্বাধীনতার স্বার্থেই ধর্মানুভূতিকে উদার করতে হবে...

মডারেট মুসলিমরা, পারলে তোমাদের জঙ্গি ভাইদের মানুষ কর। ওদের ধ্বংসযজ্ঞকে ধর্মানুভূতির দোহাই দিয়ে আড়াল করে নিজেরা বাঁচতে পারবা না। ভবিষ্যতে 'ইহা সহী ইসলাম নহে' তোমাদের এই বহুল চর্বিত বাণীও ধর্মানুভূতিধারীদের কোপানলে পড়বে।

**২০.**

খুব স্বল্প সংখ্যক অসৎ ব্যক্তি ধর্মের কারণে সৎ হয়; কিন্তু অধিকাংশ অসৎ ব্যক্তিই ধর্মকে মোড়ক হিসেবে ব্যবহার করে...

**২১.**

যে পুস্তক পাঠ করিলে বুদ্ধি, বিবেক, বাস্তবতাবোধ বিলুপ্ত হয়, তাহাকে ধর্মগ্রন্থ বলে।

**২২.**

ইসলামের অনুসারীরা ইসলাম ব্যতীত অন্য যে কোনো মতবাদকেই ঘৃণা করে। এটুকু হলেই সমস্যা ছিল না; সমস্যা হচ্ছে মুসলিমরা ভিন্ন মতবাদের পাশাপাশি মতবাদের অনুসারীদেরকেও ঘৃণা করে; কতল করতে চায়। এটা তাদের ধর্মবিশ্বাসেরই অংশ।

**২৩.**

অন্ধ, কুসংকারাচ্ছন্ন সমাজে হ্যালুসিনেশনে আক্রান্ত পুরুষই সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।

**২৪.**

যে-ধর্ম মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায়, সেই ধর্মকে আমি ঘৃণা করি।

**২৫.**

একজন ধার্মিক ব্যক্তি তার নিজ ধর্মের সপক্ষে যেসব যুক্তি দেখায়, সেসব অন্য যে কোনো ধর্মের জন্যও প্রযোজ্য; একজন ধার্মিক অন্য ধর্মের বিপক্ষে যেসব যুক্তি দেখায়, সেসব তার নিজ ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য...

**২৬.**

ধর্ম হচ্ছে নিজের অপকর্মকে জায়েজ করার ঐশী বর্ম।

**২৭.**

মায়ের পদতল আমার কাছে অনেক পবিত্র জায়গা, সেখানে ৭২টা হুর ও শুঁড়িখানা সম্বলিত জান্নাতকে কীভাবে স্থান দেই?

**২৮.**

মডারেট আর মৌলবাদী সবারই মগজ ধর্মের খুঁটিতে বাঁধা। পার্থক্য হচ্ছে কারো দড়ি বড়, কারো ছোট...

**২৯.**

এমন কোনো ভাল কাজ নেই যার জন্য ধর্ম আবশ্যক। কিন্তু এমন অনেক অপরাধ আছে, যা ধর্ম ছাড়া সম্ভব হত না...

**৩০.**

'মুসলিম প্রধান', 'মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ' এই শব্দগুলোর মত ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই...

**৩১.**

নাস্তিক হয়ে মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সম্ভব, কিন্তু আস্তিক না হয়ে রাজাকার হওয়া সম্ভব নয়...

**৩২.**

যারা সরাসরি নাস্তিক-মুরতাদ কোপাতে চায়, তারা হচ্ছে মৌলবাদী; আর যারা মৌলবাদীদের উসকে দেওয়ার অভিযোগ এনে নাস্তিকদের কোপাতে চায়, তারা হচ্ছে মডারেট...

**৩৩.**

এই দেশে নিয়মিত ভাবেই অমুসলিমদের ঘর-বাড়ি, উপাসনালয় ভাঙা হয়; তাদের দেশ ছাড়া করা হয়।

অথচ বিপন্ন হয় ইসলাম...

**৩৪.**

মানুষকে বশ করতে জাহান্নামের আগুনের ভয় যথেষ্ট নয়।

তাই মৌলবাদীরা দুনিয়াতে প্রতিনিয়ত ধর্মের নামে অশান্তির আগুন জ্বালায়...

**কটূক্তি ১৭:**

ইসলাম জ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করে না। শুধু কোরআন, হাদীস বা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের কথা বলে...

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, ইসলাম বিষয়ে জানায় আপনার ব্যাপক ঘাটতি আছে। কোরআন হচ্ছে সর্ব জ্ঞানের আধার। আর আমাদের নবী বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীন পর্যন্ত যাও।' মূলত ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, এখানে সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আপনি নিশ্চয় ইবনে সীনা, আল রাজী'দের কথা জানেন...

**কটূক্তি ১৮:**

তাহলে মুসলিমরা কেন আরুজ আলী মাতব্বুর, হুমায়ুন আজাদকে ঘৃণা করে, কেন বিবর্তন বাদ পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে দেয় না?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

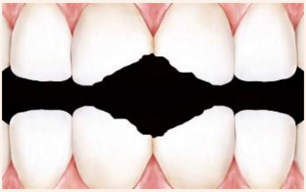
দেখুন, এরা নাফরমানি কথাবার্তা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আর এসব দুনিয়াবি জ্ঞান নিয়ে কী হবে? দুনিয়া দুইদিনের আখিরাতই আসল। এত জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে পরে নাস্তিক হবে নাকি?

**কটূক্তি ১৯:**

কোরানের ২১:৩২ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি আকাশ মন্ডলীকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি, অথচ তারা আমার আকাশস্থ নির্দেশাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।' অথচ আকাশ বলতে কিছুর অস্তিত্ব বিজ্ঞান স্বীকার করে না। তাহলে কোরআন কীভাবে বিজ্ঞানময় কিতাব হয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, এখানে আকাশ বলতে প্রতীকী ভাবে ওজোন স্তরের কথা বলা হয়েছে। আপনার জানেন ওজোন স্তরের মাধ্যমে আমরা সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বাঁচতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিষয়ে সম্প্রতি জানতে পারলেও কোরানে আল্লাহ ১৪০০ বছর আগেই এই কথা বলে দিয়েছেন।



**কটূক্তি ২০:**

কিন্তু কোরানের ৬৭:৫ আয়াতে বলা আছে, 'আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা (তারকামন্ডলী) দ্বারা সাজিয়েছি;' আকাশ বলতে যদি ওজোন স্তর বোঝায় তাহলে কি বলতে হবে, ওজোন স্তরের ভিতরেই তারা অবস্থিত...?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, বিজ্ঞান আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেই যে আকাশ নেই, তা কিন্তু নয়। বিজ্ঞানীরা তো মহাবিশ্বের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যায়নি। মানুষের জানার বাইরে মহাবিশ্বের বিশাল অংশ আছে। তাই বলা যায়, আকাশও আছে। আর প্রথম আকাশের অভ্যন্তরেই নক্ষত্রমন্ডলী সহ আমাদের মহাবিশ্ব, পৃথিবী অবস্থিত...

**কটূক্তি ২১:**

ইসলামকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বলা হয়। তারমানে দাসপ্রথা চিরকালের জন্য প্রযোজ্য?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, ইসলাম একটা মানবিক ধর্ম। দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা হয়নি তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে। কিন্তু ইসলামে ইজমা-কিয়াসের বিধান রাখা হয়েছে অর্থাৎ যে কোনো প্রথা রহিত করা সম্ভব...

**কটূক্তি ২২:**

তাহলে ইজমা কিয়াসের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে কন্যা শিশুদের সমান অধিকার প্রশ্নে মুসলিমরা সম্মত হচ্ছে না কেন?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, ইসলাম একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজাতির সার্বিক কল্যাণে এই জীবনবিধান তৈরি করা হয়েছে। মূলত ইসলাম নারীদের দিয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান। কিন্তু আপনারা ক্ষুদ্র জাগতিক স্বার্থে আপনি আল্লাহর আইন ভঙ্গ করতে চান, এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়...

**কটূক্তি ২৩:**

মুহাম্মদ তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার কারণে আসমা বিনতে মারোয়ানকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বর্তমানে মুসলিমরাও মুহাম্মদকে ব্যঙ্গের জবাবে ফাঁসির দাবি করে। যত বড় মহামানবই হোক না কেন, তার সম্মানের মূল্য কি মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি হতে পারে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, মুহাম্মদ শুধুই একজন মহামানব ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন; যাকে সৃষ্টি না করলে আসমান-জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য, প্রাণীজগৎ কিছুই সৃষ্টি হত না। বলা যায় মুহাম্মদের জন্যই মানুষ। তাই তাকে ব্যঙ্গ করা কোনোভাবেই ক্ষমার যোগ্য নয়...

**কটূক্তি ২৪:**

তার মানে, সব মানুষের আগমন হয়েছিল মুহাম্মদের কারণে। তাহলে মুহাম্মদের আগমন হয়েছিল কেন?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, মুহাম্মদ আসার আগে সমগ্র মানবজাতি জাহেলিয়াতের আঁধারে ডুবে ছিল। তিনি না আসলে মানব জাতি আজো বর্বর রয়ে যেত। মানুষকে রক্ষা করতেই মুহাম্মদের আগমন। তাই বলা যায়, মানুষের জন্যই মুহাম্মদ...

**কটূক্তি ২৫:**

মুমিনরা সবসময়ই দাবী করে, নাস্তিকরা ইসলাম সম্পর্কে কিছু না জেনেই সমালোচনা করে। অথচ অধিকাংশ মুসলিমের থেকেই নাস্তিকরা ইসলাম সম্পর্কে বেশি জান।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, অধিকাংশ মুসলিমই জাগতিক ভোগে মত্ত হয়ে ইসলামী জ্ঞান থেকে দূরে সরে গেছে। তাই তাদের জানার সাথে তুলনা সঠিক নয়। আপনাদের হক্কানি আলেমদের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। তাহলেই প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা অর্জন করতে পারবেন। জাগতিক যে কোনো বিষয়েই যেমন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক প্রয়োজন, তেমনি ইসলাম সম্পর্কে জানতেও আলেম ওলামাদের সাহচর্য প্রয়োজন।

**কটূক্তি ২৬:**

কিন্তু আলেম-ওলামাদের বক্তব্য, ওয়াজ-মাহফিল শুনলে এবং তাদের কর্মকাণ্ড দেখলে তো বোঝা যায়, নাস্তিকরা ইসলাম সম্পর্কে যেসব অভিযোগ করে, সেগুলোই সত্যি।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, বর্তমান যুগে সহি আলেম-ওলামা বলতে কেউ নেই। জাগতিক ভোগে মত্ত হয়ে এরা সবাই ধর্ম ব্যবসায়ী হয়ে গেছে এবং ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। কিন্তু এসব গুটিকয়েক মোল্লার দায় কেন ইসলামের ঘাড়ে চাপাবেন? নিজের বিবেক অনুযায়ী কোরআন-হাদীস পড়ুন। তাহলেই প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

# ফাল দিয়া ওঠা কথা

**৩৫.**

যদি ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য জীবনব্যবস্থা হয় তাহলে বাল্যবিবাহ, যুদ্ধবন্দিনী ও দাসীধর্ষণ, দাসপ্রথা, স্ত্রী-প্রহার - এসব প্রথা চিরকালের জন্য ইসলামী বিধান হিসেবে প্রযোজ্য।

আর যদি বাল্যবিবাহ, যুদ্ধবন্দিনী ও দাসীধর্ষণ, দাসপ্রথা, স্ত্রী-প্রহার - এসব প্রথা যুগের সাপেক্ষে পরিবর্তন যোগ্য হয়, তাহলে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য জীবনব্যবস্থা নয়।

**৩৬.**

সর্বজ্ঞানের আধার কোরআন শরীফ উপেক্ষা করে যারা তথ্য সংগ্রহের জন্য গুগল, উইকি ঘাঁটে, তাদেরকেও কি ইসলাম অবমাননার দায়ে গ্রেফতার করা হবে?

**৩৭.**

এমন কোনো অপরাধ নেই, যা নাস্তিকতার সাথে সম্পর্কিত বা শুধু নাস্তিকদের জন্য প্রযোজ্য;

কিন্তু এমন অনেক অপরাধ আছে, যা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং শুধু ধার্মিকদের পক্ষেই সম্ভব...

**৩৮.**

ইসলাম নারীকে দিয়াছে কলা, তেঁতুলের সম্মান...

**৩৯.**

পর্দাপন্থীরা, যারা মনে করে বেপর্দা চলাফেরার কারনেই ধর্ষণ হয়, তারা বেপর্দা নারীদের দেখলে পর্দা নিয়ে এগিয়ে যায় না, উত্থিত লিঙ্গ নিয়ে ধর্ষণ করতে যায়...

**৪০.**

- উম্মে হানির ঘরে কে রে?

- আমি মেরাজে গেছি...

**৪১.**

বিজ্ঞান, ইতিহাস, যুক্তি, মানবতা - সব কিছুই ধর্মগুলোর অসারতা প্রমান করে; তাই সহী ধার্মিকরা সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে ধর্মগ্রন্থে বুঁদ হয়ে থাকে...

**৪২.**

ঈশ্বর চান, মানুষ শান্তিতে বসবাস করুক। তাই তিনি অনেকগুলো ধর্ম সৃষ্টি করেছেন...

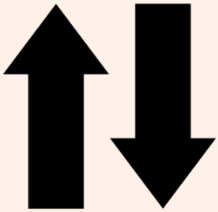
# নাস্তিকদের কটূক্তির দাঁতভাঙা জবাব

**কটূক্তি ২৭:**

কোরআন যে আল্লাহর বাণী, কোরআন ব্যতীত আর কোনো প্রমাণ আছে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

মুহাম্মদ নিজ মুখে বলেছেন, কোরআন আল্লাহর বাণী। যেহেতু মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, তাই তাঁর কথা সত্য।



**কটূক্তি ২৮:**

মুহাম্মদ যে আল্লাহর রসূল, তার প্রমাণ কী?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

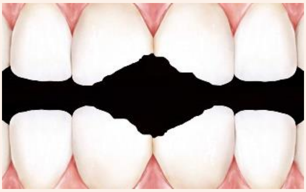
কেন, কোরআন? কোরানেই লেখা আছে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। আর যেহেতু কোরআন আল্লাহর বাণী, তাই কোরআনের বক্তব্য সত্য।

**কটূক্তি ২৯:**

মুসলিমদের দাবি, ইসলাম নাকি মানবিক ধর্ম। অথচ কোরআন-হাদিস পড়লে অনেক অমানবিক, বর্বর বিধান দেখা যায়। তাহলে কীভাবে ইসলাম মানবতার ধর্ম হয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, ইসলাম শতভাগ বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষেই শতভাগ নির্ভুল বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। আর আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মে কোনো বর্বরতা থাকতেই পারে না। মূলত বর্বর প্রথাগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মানুষের দ্বারা। তাই ইসলামের মধ্যে যে সমস্ত বিধান বর্বর, সেগুলো মানুষের বিকৃতি ধরে বাতিল করে দিতে হবে। সুতরাং ইসলাম অবশ্যই মানবতার ধর্ম।



**কটূক্তি ৩০:**

শতভাগ বিজ্ঞানসম্মত দাবি করলেও কোরানের অনেক আয়াত এবং অনেক হাদীস আছে, যেগুলো বিজ্ঞানবিরোধী। তাহলে কীভাবে ইসলাম শতভাগ বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম হয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

ইসলাম হচ্ছে শতভাগ মানবিক ধর্ম। আর এত পূর্ণাঙ্গ মানবিক ধর্ম আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। আর আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মে কোনো অবৈজ্ঞানিক তথ্য থাকতেই পারে না। মূলত অবৈজ্ঞানিক হাদিসগুলো মানুষ কর্তৃক সংযোজিত ধরে বাতিলযোগ্য। আর কোরানে কোনো অবৈজ্ঞানিক আয়াত নেই। তবে অর্থ পরিবর্তনের কারণে অনেক আয়াত অবৈজ্ঞানিক মনে হতে পারে। সেগুলোকে যথার্থ অর্থ দ্বারা প্রতিস্থাপন করলেই ইসলাম শতভাগ বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম বলে প্রমাণিত হবে।

## কটূক্তি ৩১:

ইসলামের সমালোচনা করলে মুসলিমরা সমালোচনাকারীকে ছদ্মবেশী হিন্দু বলে দাবি করে। এছাড়াও অভিযোগ করে, এসব সমালোচনা খ্রিষ্টান মিশনারীদের তৈরি। কিন্তু সমালোচক হিন্দু, খ্রিষ্টান বা অমুসলিম হলেই বা সমস্যা কোথায়? তারাও তো মানুষ।

## দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, মুসলিমরাই ইসলামের অনুসারী। অমুসলিমদের ইসলামের সমালোচনা করার কোনো এখতিয়ার নেই। তারা যে ধর্ম পালন করছে, সেই ধর্মের সমালোচনা করে না কেন? নিজ ধর্ম বাদ দিয়ে অন্য ধর্মের সমালোচনা করাটা অনধিকার চর্চা এবং অগ্রহনযোগ্য।

## কটূক্তি ৩২:

অমুসলিম মনীষীগণ ইসলাম বা মুহাম্মদের কোনো প্রশংসা করলে মুসলিমরা এত উৎফুল্ল হয় কেন?

## দাঁতভাঙা জবাব:

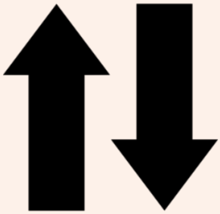
ইসলাম শুধুই মুসলমানদের জন্য আসেনি। বৃহত্তর মানব কল্যান সাধনের জন্যই আল্লাহ নবীকে দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অমুসলিমরাও যখন ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে, তখনই তারা প্রশংসা করে। এটা মুসলিমদের জন্য একটা বিজয়।

**কটূক্তি ৩৩:**

মুমিনরা সব সময়ই ধর্ষণের পেছনে বেপর্দা, নারী-স্বাধীনতা ইত্যাদি কারণ খুঁজে বেড়ায়। এতে কি প্রকারান্তরে ধর্ষককে উৎসাহিত করা হচ্ছে না? ধর্ষক এগুলো ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, কেউ ইচ্ছে করে ধর্ষক হয় না। ধর্ষণের পেছনে দায়ী তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নারী পুরুষ অবাধ বিচরণ। মূলত মানুষ যতই ইসলাম থেকে দুরে সরে যাচ্ছে, ততই ধর্ষণ বাড়ছে। এক্ষেত্রে মূল কারণগুলো না বের করে শুধু ধর্ষকের সমালোচনা করে ধর্ষণ বন্ধ করা সম্ভব নয়।



**কটূক্তি ৩৪:**

ধর্মের নামে অনেক বিধর্মী নারীকে ধর্ষণ করা হয় গণিমতের মাল আখ্যায়িত করে। এছাড়াও মোল্লারা প্রায়ই শিশুধর্ষণ করে। এক্ষেত্রে কেন ধর্মের সমালোচনা করা হয় না?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, একটা ধর্ষণের জন্য ধর্ষকই মূলত অপরাধী। এক্ষেত্রে কেউ কেউ ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলে সেটা ধর্মের দোষ হবে কেন?

**কটূক্তি ৩৫:**

মানুষসহ এই পৃথিবী বা পুরো মহাবিশ্ব যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে, তার প্রমান কী?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

কোনোকিছুই আপনা-আপনি সৃষ্টি হতে পারে না। সবকিছুরই স্রষ্টা আছে। এই যে আপনি সুন্দর জামা-কাপড় পরেছেন, তা কি আপনা-আপনি তৈরি হয়েছে, না কেউ তৈরি করেছে? সামান্য জামা-কাপড়েরও যেখানে প্রস্তুতকর্তা আছে, সেখানে তার চেয়ে অনেক গুণ জটিল এবং বৃহৎ এই মহাবিশ্বেরও অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন। আর তিনিই আল্লাহ।

**কটূক্তি ৩৬:**

সব কিছুর যদি একজন স্রষ্টা থাকতে হয়, তাহলে আল্লাহ্র স্রষ্টা কে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

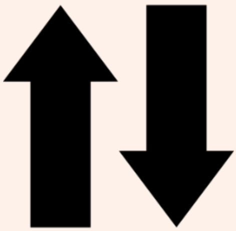
সব কিছুরই যে স্রষ্টা থাকতে হবে, এটা ভুল ধারণা। কোথাও থেকে তো শুরু ধরতে হবে। সেই শুরুটা আল্লাহ। আল্লাহ স্বয়ম্ভু। তাই তাঁর কোনো স্রষ্টা নেই।

**কটূক্তি ৩৭:**

আল্লাহ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, তার মানে - কোন মানুষ অপরাধ করবে তা আল্লাহ আগে থেকেই জানেন। যেহেতু মানুষের আল্লাহর জানার বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই, তাহলে মানুষ কেন পাপের শাস্তি পাবে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, আল্লাহ বান্দার ভবিষ্যৎ জানেন ঠিকই, কিন্তু বান্দা পাপ করবে না পূন্য করবে, সেটা বান্দা নিজেই নির্ধারণ করে। তাই পাপের শাস্তি বান্দার প্রাপ্য।



**কটূক্তি ৩৮:**

যদি মানুষের স্বাধীনতা থাকে নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার, তাহলে আল্লাহ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হয় কীভাবে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

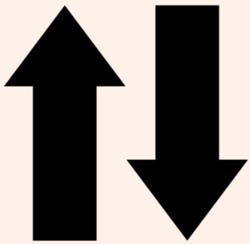
বান্দা পাপ পুণ্যের পথ নির্ধারণ করে ঠিকই, তবে আল্লাহ ভাল মতই জানেন কোন পথে যাবে বান্দা। অবশ্যই আল্লাহ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

**কটূক্তি ৩৯:**

কোরানের হিংস্র আয়াতগুলো উপস্থাপন করলেই মুমিনরা বলে, এই আয়াতের শানে নুযুল জানতে হবে; বিচ্ছিন্নভাবে একটা আয়াত দিলে হবে না। ওই আয়াতে কী বলা আছে, সেটাই কি এর অর্থ বুঝতে যথেষ্ট নয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, কোরান বোঝা এত সহজ নয়। এই জন্য কোন প্রেক্ষিতে কোন আয়াত নাজিল হয়েছে এবং এর আগে পরে কী আয়াত আছে, তা অবশ্যই জানতে হবে। নাহলে বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যার আশঙ্কা থাকে।



**কটূক্তি ৪০:**

মুমিনরা কোনো শানে নুযুল বা আগে পরের আয়াত ছাড়াই কোরানের শান্তিপূর্ণ আয়াতগুলো প্রচার করে।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "আমি কোরান তোমাদের জন্য সহজ করে নাজিল করেছি, যেন তোমরা তা বুঝতে পারো।" যেখানে সরলভাবেই অর্থ বোঝা যায়, সেখানে শুধু শুধু শানে নুযুল, আগে পরের আয়াত এনে প্যাঁচানোর কী আছে?

# ফাল দিয়া ওঠা কথা

**৪৩.**

নারী পুরুষের চ্যাটিং হারাম,
নারী পুরুষের একত্রে পড়ালেখা হারাম,
নারী পুরুষের একত্রে কাজ করা হারাম,
নারী পুরুষের মেলামেশা হারাম...

নেড়ি মোল্লারা প্রতিনিয়তই এসব ফতোয়া দেয়। তবে এরা কখনো বলে না:

বোকো হারাম'রা মেয়েদের অপহরন করেছে, তা হারাম,
পাকিস্তানীরা মুক্তিযুদ্ধে গণধর্ষণ করেছে, তা হারাম,
বাংলাদেশসহ অমুসলিম ও আদিবাসীদের ওপর যে নির্যাতন হয়, তা হারাম...

আসল কথা ঘুরে ফিরে একটাই। নারীদের ওপর অত্যাচার তাদের কাছে কখনোই অপরাধ মনে হয় না। কিন্তু নারীর স্বাধীনতাতেই যত আপত্তি। ধর্ষণ হলে সমস্যা নেই, প্রেম করলেই সমস্যা। যদি অনলাইনেও জোরপূর্বক চ্যাটিংয়ের ব্যবস্থা থাকত, তাহলে এরা ফতোয়া দিত না। কিন্তু নারী-পুরুষ স্বেচ্ছায় চ্যাটিং করে বলেই হারামের ফতোয়া এসেছে।

**৪৪.**

সবচেয়ে বড় ধর্ম অবমাননা হচ্ছে ধর্ম সম্পর্কে সত্য কথন।

**৪৫.**

এ দেশে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করলে আপনাকে হয় গ্রেপ্তার অথবা কতল করার জন্য আক্রমণ করা হবে।

আর ধর্মের নামে মানুষকে আঘাত করলে আপনি যথেষ্ট নিরাপদে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন।

ইহার নাম গণমোল্লাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

**৪৬.**

"খোলা মিষ্টিতে মাছি তো বসবেই" - এই উদাহরণ দিয়ে যদি যৌন উত্যক্ততাকে জায়েজ করা যায়,
তাহলে "মাছি মারা কোনো অপরাধ না" - এই উদাহরনের মাধ্যমে উত্যক্তকারীকে পিটিয়ে মারাও কেন জায়েজ হবে না?

**৪৭.**

- সবচেয়ে কার্যকরী ঘুমের ওষুধ কী?
- ধর্ম। আজীবন ঘুম পাড়িয়ে রাখে...

**৪৮.**

নাস্তিক শব্দটা শুনলেই মুমিনদের কল্পনায় যৌনতার ছবি ভাসে। তখনই বুঝতে পারি, কেন দুনিয়ায় ৪ বিবি সহ অগণিত দাসী এবং পরকালে ৭২ খানা হুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে...

**৪৯.**

ছবির হাট অবৈধ, তাই ভেঙে ফেলা হয়েছে। যদিও এই ক্ষুদ্র স্থাপনার জন্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কতটুকু বাধাগ্রস্থ হয়েছে বা উচ্ছেদের ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম কতটুকু জোরদার হবে, তা জানা নেই।

পুরো বাংলাদেশ জুড়ে অসংখ্য অবৈধ মসজিদ আছে। যে মসজিদগুলোর কারণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্থ হয়েছে অথবা পরিকল্পনা রদবদল করতে হয়েছে। এই কারণে প্রকল্পের খরচ বেড়েছে ও মানুষের ব্যক্তিগত জমিও দখল করতে হয়েছে।

বৈধ-অবৈধ বেশিরভাগ মসজিদ থেকেই প্রতিনিয়ত ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো হয়, নারীদের জন্য অপমানজনক বক্তব্য দেওয়া হয়, নাস্তিকদের কল্লা চাওয়া হয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধপরাধীদের সপক্ষে বক্তব্য দেওয়া হয় এবং সর্বোপরি মৌলবাদের চর্চা হয়।

অপ্রিয় রাষ্ট্র, অন্তত একটি অবৈধ মসজিদ উচ্ছেদ করার হ্যাডম আছে তো?

**৫০.**

- তোমার নাস্তিকতা মেনে নিতে পারি, কিন্তু ধর্মবিদ্বেষী লেখা লিখবে, তা মেনে নেওয়া যায় না।
- ধর্মবিদ্বেষী হয়েছি বলেই মৌন নাস্তিকতা মেনে নিতে পারছো, নাহলে আমার ধর্মহীনতাকেই আঘাত করতে।

**৫১.**

মুসলিম পুরুষরা ইহুদ-খ্রিষ্টান নারীদের বিয়ে করতে পারলেও মুসলিম নারীরা ইহুদি-খ্রিষ্টান পুরুষদের বিয়ে করতে পারবেন না। শুধু বিয়ে নয়, পুরুষরা অমুসলিম নারীদের

সাথে ব্যভিচার করলেও ইসলামের ক্ষতি হয় না। তবে মুসলিম নারীরা অমুসলিমদের হাত ধরলেও ইসলাম খান খান হয়ে যায়!

কারণটা খুব সোজা: নারীরা হচ্ছে 'মাল'; তাই মুসলিমরা অমুসলিমদের 'মাল ভক্ষণ' করলে সমস্যা নেই। কিন্তু নিজেদের 'মাল' অমুসলিমরা 'ভক্ষণ' করবে, এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব! তারচাইতে 'মাল' ধ্বংস (কতল, প্রস্তর নিক্ষেপ, বেত্রাঘাত) করে ফেলাই ভালো। ইসলাম তো রক্ষা হবে!

**৫২.**

মুসলিম বাঙালি অনুভূতির পরিমাণ স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিতভাবে এক গ্লাস আধুনিক জীবন ব্যবস্থা, এক মুঠো সস্তা বিনোদন এবং তিন আঙুলের এক চিমটি ইসলাম দিয়ে প্রস্তুত ওরস্যালাইন পান করে থাকে।

এর ব্যত্যয় ঘটলেই অনুভূতির ডায়রিয়া শুরু হয়ে যায়...

**৫৩.**

মুমিনরা ক্ষতিকর হারামগুলো নির্বিকারে মেনে নেয় (দুর্নীতি, স্থূল বিনোদন, পর্ন)। আর অযৌক্তিকভাবে যেগুলো হারাম করা হয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে মাতামাতি করে (নারী স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক চর্চা, ভাস্কর্য, চিত্রকলা)।

**৫৪.**

মেয়ে, পাপ করো, নাহয় জান্নাতে চলে যাবে
প্রতিটি পুণ্য ধর্মবরাহদের শিশ্নের ডগায় চেপে দংশন করবে।
মেয়ে, পাপ করো, জাহান্নামী হও
প্রেমিক-প্রেমিকারা সব জাহান্নামে যাবে...

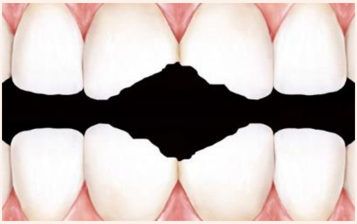
# নাস্তিকদের কটূক্তির দাঁতভাঙা জবাব

**কটূক্তি ৪১:**

ইসলামে যা যা বিশ্বাস করতে বলা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব প্রমান দেখানো হয়, তার সবই মুহাম্মদের মুখনিঃসৃত। এ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ নেই। তাহলে কীভাবে বুঝব, মুহাম্মদ সত্যি বলেছে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

চোদ্দশত বছর ধরে শত শত কোটি মুসলিম উম্মাহ নবীজিকে বিশ্বাস করে আসছে। মিথ্যাবাদীর এত মানুষের বিশ্বাস রাখা সম্ভব হত না। এটাই প্রমাণ করে যে মুহাম্মদ (সঃ) সত্য বলেছেন।



**কটূক্তি ৪২:**

কয়েকশ কোটি মানুষ হাজার বছর ধরে বিশ্বাস করে আসছে যীশু ঈশ্বরের পুত্র, কৃষ্ণ একজন অবতার। বিশ্বাসীদের সংখ্যা দেখেই কি এসবে বিশ্বাস করতে হবে।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

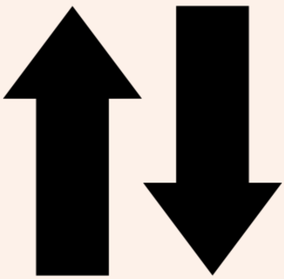
কয়েকশ কোটি মানুষ বিশ্বাস করলেই যে কিছু সত্য হয়ে যাবে, তার কোনো যুক্তি নেই। বিশ্বাস ছাড়া কি আদৌ কোনো প্রমাণ আছে তাদের বিশ্বাসের সপক্ষে?

**কটূক্তি ৪৩:**

মুসলিমরা বলে, ইসলাম নাকি বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। অথচ মেরাজ, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা সহ অনেক বিষয় আছে, ইসলাম ধর্মে যেগুলো মোটেও বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাহলে কীভাবে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করব?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

অনেক বিষয় আছে, যেগুলো বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এগুলো ঐশী পরিকল্পনার অংশ। আল্লাহর পক্ষে সবই সম্ভব - এই বিশ্বাস রাখতে হবে।



**কটূক্তি ৪৪:**

যদি চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে তো যে কোনো ধর্মেই বিশ্বাস স্থাপন করা যায়।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

চোখ বুঁজে বিশ্বাস করতে হবে কেন? যে ধর্ম সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাসম্মত, সেই ধর্মই গ্রহণ করতে হবে। ইনশাল্লাহ ইসলাম ধর্মই পৃথিবীর সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম।

**কটূক্তি ৪৫:**

জান্নাতে পুরুষদের জন্য ৭২ টা হুর বা যৌনসঙ্গিনী রাখা হয়েছে। এর পরও তাদের জন্য গেলমান বা বালক যৌনসঙ্গী ব্যবস্থা আছে। এটা কি বিকৃত শিশুকামীতার উদাহরন নয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, কোথাও বলা হয়নি - গেলমানরা যৌনসঙ্গী। তাদের রাখা হয়েছে জান্নাতীদের খেদমতের জন্য। নাস্তিকরা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে ইসলামকে বিকৃত করে।

**কটূক্তি ৪৬:**

পুরুষদের কামনা পূরণের জন্য স্ত্রীর পাশাপাশি ৭২ টা হুর আছে। অথচ নারীর জন্য এমন কোনো ব্যবস্থা নেই। কোনো নারীর স্বামী যদি জান্নাতে না যায়, তাহলে তো তাকে একা কাটাতে হবে। এতে কি নারীকে বঞ্চিত করা হয়নি?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

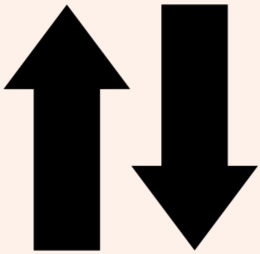
ইসলামে নারীর পূর্ণ যৌন-অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের চাহিদা পূরণের জন্য গেলমানদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাস্তিকরা নারীবাদী সেজে ধোঁকা দিয়ে নারীদের ইসলাম তথা জান্নাত থেকে বঞ্চিত করতে চায়।

**কটূক্তি ৪৭:**

মুসলিম অধ্যুষিত বেশিরভাগ দেশেই বিধর্মীদের মূর্তি বা উপাসনালয় ভেঙে ফেলা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা এত কম কেন?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

যারা অন্ধবিশ্বাসে আক্রান্ত, তাদের চোখ খুলে দেবার জন্য এ ছাড়া আর কোনো পথ আছে কি? কখনো দেখেছেন, ওদের কথিত দেবতারা এসব ঠেকাতে পেরেছে? বরং এর পূজারীরাই ঠেকাতে চেষ্টা করেছে। এতেই প্রমাণিত হয়, কথিত দেবতাদের কোনো শক্তি নেই।



**কটূক্তি ৪৮:**

কোথায় কোনো মসজিদ ভাঙলে মুসলিমরা প্রতিবাদ করে কেন? তাঁরা কেন আল্লাহর প্রতিরোধের আশায় বসে থাকে না? আল্লাহ সর্বশক্তিমান হলে তো নিজেই মসজিদ ভাঙা ঠেকাতেন।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

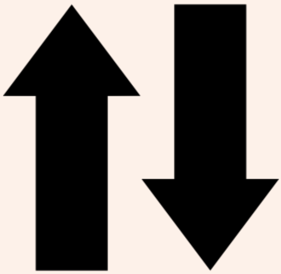
মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়ায় রেখেছেন। অবশ্যই আল্লাহ সর্বশক্তিমান। কিন্তু কতিপয় বিধর্মীদের কাছে তিনি নিজ শক্তির পরীক্ষা দেবেন না। এর জন্য মুসলিমদের ঈমানী শক্তিই যথেষ্ট।

**কটূক্তি ৪৯:**

ধার্মিকরা এখন নিজেদের ধর্মকে বৈজ্ঞানিক হিসেবে দাবি করে। কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্বের সপক্ষে কি বিজ্ঞানসম্মত কোনো প্রমান দিতে পারবে তারা?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

স্টিফেন হকিংএর মত একজন বিজ্ঞানী তাঁর ‘অ্যা ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম’ গ্রন্থে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর মানে স্রষ্টাকে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।



**কটূক্তি ৫০:**

স্টিফেন হকিং কাব্যিক উপমা হিসেবে ঈশ্বরের নাম ব্যাবহার করেছিলেন। কিন্তু 'দ্য গ্রান্ড ডিজাইন' গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তাহলে ধার্মিকরা কেন এখনো কাল্পনিক স্রষ্টার আরাধনা করে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

স্রষ্টা মানুষের অনুধাবনের বাইরে। তিনি না চাইলে কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষেই তাঁর অস্তিত্ব বের করা সম্ভব না। আর হকিং তো একটা পাগল। ওর মত পাগলের-ছাগলের কথায় স্রষ্টার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় না। ওকে পাগলাগারদে রেখে চিকিৎসা করানো উচিত।

# ফাল দিয়া ওঠা কথা

**৫৫.**

যুদ্ধবাজ নেতা হতে চাও? হিটলারকে অনুসরণ করো;
ধর্ষক হতে চাও? রাজাকারকে অনুসরণ করো;
খুনী শাসক হতে চাও? জিয়াকে অনুসরণ করো;
লম্পট হতে চাও? এরশাদকে অনুসরণ করো;
শিশুকামী হতে চাও? মোল্লা-পাদ্রীকে অনুসরণ করো;

সব একসাথে হতে চাও? নবীকে অনুসরণ করো।

**৫৬.**

জাহানারা ইমামকে জাহান্নামের ইমাম বলা হয়েছিলো।

লম্পট, ধর্ষক, সন্ত্রাসীদের জান্নাতে হুর না হয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, মানবতাবাদীদের জাহান্নামের নেতৃত্বেই তাঁকে মানায়।

**৫৭.**

যারা হজে গিয়ে মারা যায়, তাদের হজ কবুল হয় এবং তারা জান্নাতবাসী হয়। এই বৎসর আল্লাহ ব্যাপকভাবে হজ কবুল করার নিমিত্তে মার্স ভাইরাস পাঠিয়েছেন। যদিও ইহুদি-নাসারারা মাস্কসহ বিভিন্ন প্রতিরোধকের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত থেকে হাজীদের বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

মুমিন ভাইয়েরা কাফেরদের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হবেন না। কাতারে কাতারে প্রতিরোধক ছাড়াই হজে যান, সহী প্রাণী উটবাহিত মার্স ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে জান্নাতে গমন করুন। আমাদেরও দেশটাকে জান্নাত বানানোর একটা সুযোগ দিন।

**৫৮.**

ইজরায়েলের প্রতিটি গুলি একজন করে মানবতাবাদীর জন্ম দেয়,
ইসলামী জঙ্গিদের বোমা হামলায় সেসব মানবতাবাদীর মৃত্যু হয়...

**৫৯.**

হিটলার মারা গেছে প্রায় ৭০ বছর হলো।
তবুও বঙ্গে এখনো অগণিত হিটলারের সন্তান জন্মে কীভাবে!

**৬০.**

হিটলার ভালো, কারণ সে সব ইহুদীকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো;
ইজরায়েল খারাপ, কারণ তারা সব প্যালেস্টাইনি মুসলিম মেরে ফেলতে চায়...

**৬১.**

কেউ আমাকে ধর্মবিদ্বেষী বলে অভিযুক্ত করলে আমি সেটা প্রত্যাখান করি না। কারণ ধর্মবিদ্বেষ অপরাধ নয়। মানববিদ্বেষ অপরাধ। পৃথিবীর সব ধর্মই মানববিদ্বেষে পূর্ণ। মানববিদ্বেষী ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা পবিত্র দায়িত্ব মনে করি।

**৬২.**

১৪০০ বছর ধরে এক মাস সারাদিন না খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা অনুভবের হাস্যকর প্রচেষ্টার চেয়ে ক্ষুধা নির্মূলের চেষ্টা করাই যৌক্তিক।

**৬৩.**

মুমিনরা কোনো প্রমাণ ছাড়াই আল্লাকে বিশ্বাস করতে পারে, অথচ নাস্তিকরা আগে মুসলিম ছিলো - এটা বিশ্বাস করে না কেন, কেন প্রমাণ চায়?

কোনো কিছু শুনে বিশ্বাস না করে প্রমাণ চাওয়া কি তাদের ধর্মীয় দর্শনের বিপরীত না?

**৬৪.**

কোনো ধর্মই নারীকে কথিত সম্মানটুকুও দেয়নি। তারা সম্মান দিয়েছে মাকে, বোনকে, স্ত্রীকে, কন্যাকে। অর্থাৎ নিজের মানবজীবনের সকল সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে যারা নিজেদেরকে এইসব পরিচয়ে সীমিত রেখেছে, তারাই পেয়েছে সতী নারীর সম্মান! আর যারা মানুষ হতে চেয়েছে, তাদেরকে বেশ্যা উপাধি দিয়েছে ধর্মীয় সমাজ।

**৬৫.**

নারী ব্যভিচার করলে হয় অসতী।
আর নীরবে সামাজিক ধর্ষণ মেনে নিলে হয় সতী।

**৬৬.**

ধর্মানুভূতি দিয়ে চাষাবাদ হয় না, উৎপাদন হয় না, শিক্ষা হয় না, গবেষণা হয় না, শিল্প-সাহিত্য হয় না।
তবে ধর্মানুভূতি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা হয়, দাঙ্গা হয়, লুটপাট হয়, ধর্ষণ হয়, নোংরা রাজনীতি হয়।

হয় ধর্মানুভূতি ধ্বংস করুন, মানুষ বাঁচান;
নয় ধর্মানুভূতি জিইয়ে রাখুন, মৌলবাদ বাঁচান।

**৬৭.**

যখন আমি নারী অধিকারের কথা বলি, মুমিনরা জবাব দেয়, ইসলামে নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে;
যখন আমি দারিদ্র্য নিয়ে বলি, তখন মুমিনরা বলে, যাকাত দিলেই দারিদ্র্য থাকবে না;
যখন আমি পরিবেশ দূষণ নিয়ে কথা বলি, তখন মুমিনরা বলে, ধর্মহীনতার কারনে এসব আল্লাহর গজব;
যখন আমি ধর্ষণের বিরুদ্ধে কথা বলি, তখন মুমিনরা বললে, বোরখাই ধর্ষণের একমাত্র সমাধান;
যখন আমি বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বলি, মুমিনরা বলে কোরানেই সব কিছু আছে;

বাধ্য হয়ে আমি ধর্মের অপ্রয়োজনীয়তা এবং স্রষ্টার অসারতা নিয়ে কথা বলি। তখন ডান-, বাম-, উচ্চ-, নিম্ন- ও মধ্যপন্থীরা তেড়ে আসে ধর্মবিদ্বেষী বলে...

**৬৮.**

মৌলবাদীরা স্রষ্টার রোষের ভয় দেখায়,
মডারেটরা মৌলবাদীদের রোষের ভয় দেখায়।

মডারেটদের অবস্থান মৌলবাদীদের নিচে।

**৬৯.**

"বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিষ্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি।" এই বক্তব্যে আমার আদৌ কোনো আস্থা নেই। সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ধর্মীয় পরিচয়কে পুরোপুরিই ভুলতে হবে। বাঙালি শব্দের সাথে ধর্মীয় পরিচয়ের লেজুড় জুড়ে অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠন কখনোই সম্ভব নয়।

ধর্মীয় পরিচয় বাদ দিয়ে বাঙালী হও। তারো আগে মানুষ হও।

**৭০.**

সহি মুমিন হোন...

অসুস্থ হলে আল্লাহর নাম নিন আর ডাক্তার দেখান।

সুস্থ হলে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিন।

সুস্থ না হলে ডাক্তারকে গালি দিন (তেজ থাকলে পেটাতেও পারেন)।

**৭১.**

আমাদের বড় বড় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে হামাস, আইএসএস, আল কায়েদাসহ যে কোনো ইসলামী সন্ত্রাসবাদী দলের প্রসঙ্গে সবসময় সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার দোষ দিতে হবে, কিন্তু কোনোভাবেই ইসলামের সমালোচনা করা যাবে না।

যদিও ইসলাম নিজেই সাম্রাজ্যবাদী ধর্ম।

**৭২.**

শোনা কথায় বিশ্বাস রাখা মুমিনদের ঈমানী দায়িত্ব।

কোনো তথ্য-প্রমান ছাড়াই তারা আল্লায় বিশ্বাস করে, নবীরে বিশ্বাস করে, মেরাজ বিশ্বাস করে, কবরের আজাব, জান্নাত-জাহান্নাম, হুর, জ্বিন, ফেরেশতা সব বিশ্বাস করে শোনা কথায়।

আল্লাহ-নবীকে গালিগালাজ করলে তাই ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক-বিধর্মীর ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন, কোপানো, কল্লা ফালানো, ঘর বাড়িতে আগুন, ধর্ষণ এগুলোও করে শোনা কথায়।

**৭৩.**

যখন আদিবাসীদের অধিকারের দাবি ওঠে, তখন তোমরা বাঙালি সাজো;
যখন নাস্তিকহত্যার বিচারের দাবি ওঠে, তখন তোমরা ধার্মিক সাজো;
যখন সাম্প্রদায়িকতার বিচারের দাবি ওঠে, তখন তোমরা মুসলিম সাজো;
যখন শিয়া-কাদিয়ানিহত্যার বিচারের দাবি ওঠে, তখন তোমরা সুন্নী সাজো;
যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি ওঠে, তখন তোমরা মানবতাবাদী সাজো'
যখন নারীদের অধিকারের দাবি ওঠে, তখন তোমরা পুরুষ সাজো...

গিরগিটির মতো রং পাল্টাতে পাল্টাতে তোমাদের নিজস্ব রং নেই, মুখোশ পরতে পরতে তোমাদের নিজস্ব কোনো চেহারা নেই, বিভিন্ন নাম ধারণ করতে গিয়ে মানুষ নামটিই মুছে গেছে।

**৭৪.**

'ইহুদী-নাসারারা ষড়যন্ত্র করে মুসলিমদের ইসলামের ছায়াতল থেকে সরিয়ে দিচ্ছে; ইসলাম আজ বিপন্ন।'

'ইহুদী-নাসারারা ক্রমশ ইসলামের ছায়াতলে আসছে, ইসলাম সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম।'

মুমিনদের পক্ষেই সম্ভব এমন পরস্পরবিরোধী বেসম্ভব দাবি করা।

**৭৫.**

ধর্মের তথাকথিত ভালো বাণীগুলোর কোনো বাস্তব উপযোগিতা নেই। 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরী দাও' - এই বাণী ওয়াজ-মাহফিলে বয়ান করলে ধর্মব্যবসা ভালো জমে। কিন্তু শ্রমিকদের প্রয়োজনে মোল্লারা হাদীসের বাণী আওড়ায় না।

দেলোয়ারের বিরুদ্ধে কোনো ফতোয়া জারি করে না শফি গং। শ্রমিকদের বিপদে এদের গলায় জোর থাকে না।

তবে ধর্মের নামে ভিক্ষা চাওয়ার বেলায় মোল্লাদের গলায় প্রচণ্ড জোর। জোর গলায় শ্রমিকদের কাছেও ভিক্ষা চাইতে কোনো লজ্জাবোধ করে না এরা।

**৭৬.**

কতটা খারাপ হলে কেউ নাস্তিক হয়?
যতটা খারাপ হলে কেউ বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য অস্বীকার করে।

**৭৭.**

মুসলিমরা কখনোই গণতন্ত্রপ্রেমী নয়। সারা বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলিম দেশগুলোতেই গণতন্ত্র নেই। যে কয়েকটিতে আছে, তাও নড়বড়ে। বাঙালি ছাগু এবং ছাগমুসলিমরাও গণতন্ত্র পছন্দ করে না। এদের পছন্দের নেতা সাদ্দাম, গাদ্দাফি, মাহাথির মুহাম্মদের মতো একনায়কগণ। এরা সবসময় বাংলাদেশে এরকম একজন একনায়কের শাসন কামনা করে।

তবে বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গে এরা তাৎক্ষণিক পল্টি দিয়ে গণতন্ত্রকামী হয়ে যায়; গণতন্ত্রের জন্য এদের চোখে কুমিরের অশ্রু ঝরে; ১৫ অগাস্টের হত্যাকাণ্ডকে এরা একনায়কের হাত থেকে গণতন্ত্রের মুক্তি বলে দাবি করে।

**৭৮.**

ইসলাম ধর্মে সঙ্গীত হারাম, নৃত্য হারাম, চিত্রকলা হারাম। সিংহভাগ মুসলিমই এসব থেকে দূরে থাকে।

তবে পর্ণো, চটি এসব হারাম হলেও এসবে আসক্তিতে মুসলিমরাই শীর্ষে।

মানুষকে শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে তাদের রুচি অশ্লীলতার দিকেই ধাবিত হয়। আল্লাহ, জাহান্নাম, হারাম কোনো কিছুর দোহাই দিয়ে সরানো যায় না।

**৭৯.**

মোল্লারা পর্ন দেখতে পারে, নারীদের গোসলখানায় উঁকিঝুঁকি মারতে পারে, ধর্ষণ করতে পারে, শিশুগামী হতে পারে, পতিতালয়ে যেতে পারে; কিন্তু কোনো নারীর সাথে পরস্পরের সম্মতিতে যৌনকর্ম করতে পারে না। কারণ সেটা ব্যাভিচার!

**৮০.**

মুমিনরা জোর গলায় দাবি করে, ইসলামে ইজমা-কিয়াস-এর মাধ্যমে পরিবর্তনের সুযোগ আছে।

কিন্তু কোনো পরিবর্তন চাইলে মুমিনরাই তলোয়ার নিয়ে নেমে পড়ে পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য।

**৮১.**

মুসলিম 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' দেশ হলেও সাড়ম্বরে ভ্যালেন্টাইনস ডে পালন করা যায়, 'লিটনের ফ্ল্যাট'-এ ডেট করা যায় -

কিন্তু পাঠ্যসূচীতে যৌনশিক্ষা চালু করা যায় না।

হে মুসলিম বাঙালি, বিনোদনের জন্য 'মডার্ন' হলে, কিন্তু চেতনায় আধুনিক হতে পারলে না।

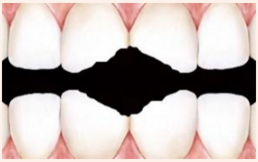
# নাস্তিকদের কটূক্তির দাঁতভাঙা জবাব

**কটূক্তি ৫১:**

কোরানে সূরা লূক্বমান ৩৪ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে, গর্ভের সন্তান কী হবে, তা একমাত্র আল্লাহ জানে। কিন্তু বর্তমানে গর্ভাবস্থায় সন্তানের লিঙ্গ নির্ণয় করা সম্ভব। এতে কি কোরআন ভুল প্রমাণিত হয় না?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

উক্ত আয়াতে মোটেও লিঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করা হয় নি। ইঙ্গিত করা হয়েছে বাচ্চার চরিত্র কী হবে। সে কি পুণ্যবান হবে না পাপী হবে, সে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে। নাস্তিকরা মিথ্যা তাফসির নিয়ে আসে কোরনের ভুল ধরার জন্য।



**কটূক্তি ৫২:**

৩১:৩৪ আয়াতের অর্থ যদি হয়, সন্তানের চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ সব জানেন, তাহলে সন্তানের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে দায়ী করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? তার তো আল্লাহর জানা পথের বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

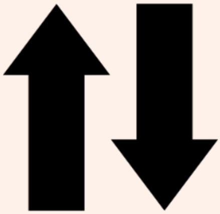
আসলে উক্ত আয়াতে সন্তানের লিঙ্গের কথা বলা হয়েছে। যদিও বর্তমানে মাতৃজঠরে গঠন পূর্ণ হবার পর ছেলে না মেয়ে তা জানা যায়, কিন্তু মহান আল্লাহতায়ালা ভ্রূণ অবস্থাতেই জানেন সন্তানের লিঙ্গ কী। নাস্তিকরা এই সরল বিষয়টি অযথা প্যাঁচায় মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য।

**কটূক্তি ৫৩:**

মুসলিমরা ইহুদী, খ্রিষ্টানদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করে, তাদের নাম গালি হিসেবে উচ্চারণ করে। যদিও অনেক ইহুদী, খ্রিষ্টান ধর্মান্ধ, কিন্তু তাদের জন্য পুরো সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

ইহুদী-নাসারারা সব সময়ই ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ষড়যন্ত্র করে এসেছে। হতে পারে সবাই খারাপ না, কিন্তু তারা একই ধর্মের অনুসারী। যারা ভাল, তাদের উচিত ঘৃণিত ধর্ম ত্যাগ করা।



**কটূক্তি ৫৪:**

ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে, জিহাদের নামে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে সেসব জঙ্গীদের মুসলিম সন্ত্রাসী বললে মুসলিমরা আপত্তি করে কেন?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

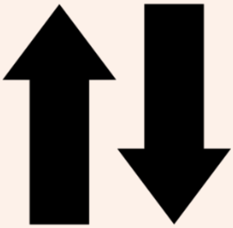
দেখুন, গুটিকয়েক মুসলিম নামধারী জঙ্গীদের জন্য সমগ্র মুসলিমজাতিকে দায়ী করা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। দুনিয়ার সকল মুসলিম খারাপ নয়, যারা খারাপ তাদের দায় সবাই নেবে কেন? এরকম সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানো কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

**কটূক্তি ৫৫:**

ইসলামিক রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার নেই কেন? কেন অমুসলিমদের উপাসনালয় তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হয় না?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, দুইয়ে দুইয়ে চার যেমন সত্য, ইসলামও তেমন সত্য ধর্ম। আল্লাহ কোরানে বলেছেন, তিনি অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবেন না। কেউ যদি বলে, দুইয়ে দুইয়ে তিন, তাহলে কি আপনি তাকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করবেন? ইসলামিক রাষ্ট্রেও তাই অমুসলিমদের প্রকাশ্যে মিথ্যা ধর্ম পালনের অধিকার নেই। তবে তারা তাদের গৃহে ধর্ম পালন করতে পারে।



**কটূক্তি ৫৬:**

মুসলিমরা কেন অমুসলিম প্রধান রাষ্ট্রেও ধর্মীয় অধিকার চায়? মসজিদ বানাতে চায়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, কিন্তু মুসলিমরা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত। তাই আল্লাহর জমিনে যে কোনো জায়গায় মুসলিমদের ধর্ম পালনের অধিকার আছে।

**কটূক্তি ৫৭:**

একজন বিজ্ঞানীর কর্মের সাথে তার ধর্মীয় পরিচয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। তবু কেন মুসলিম বিজ্ঞানী বলা হয়? তাদের গবেষণার সাথে ব্যক্তিগত ধর্মের সম্পর্ক কী?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

মুসলিম মানে ইসলামের অনুসারী। সব সময়ই অভিযোগ করা হয়, ইসলাম নাকি জ্ঞানবিমুখ করে রাখে মানুষকে। এই অভিযোগ আদৌ সত্য নয়। ইসলাম মানুষকে জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহী করে, তার প্রমাণ মুসলিম বিজ্ঞানীগণ।

**কটূক্তি ৫৮:**

আইনস্টাইন, নিউটন, হকিং-দেরকে কি তাহলে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচয় দেওয়া হবে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

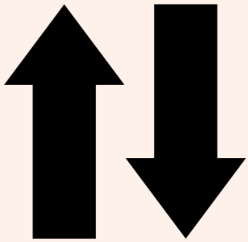
একজন বিজ্ঞানীর কর্মের সাথে তার ধর্মীয় পরিচয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। এমন তো নয়, তারা ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে কিছু আবিষ্কার করেছে। তাহলে শুধু শুধু কেন তাদের ইহুদী বা খ্রিষ্টান বিজ্ঞানী বলা হবে?

**কটূক্তি ৫৯:**

কোনো মুসলিম যদি নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে, তাহলে তাকে কী করা হবে? কোরান-হাদিসে তো এই বিষয়ে কোনো বিধান নেই।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

যেহেতু কোরান-হাদিসে লিঙ্গান্তর প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়নি, তাই এটি মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ বলে গণ্য করতে হবে।



**কটূক্তি ৬০:**

টেলিভিশন সম্পর্কে তো কোরান-হাদিসে কিছু বলা হয়নি। তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য কেন টেলিভিশন ব্যবহার করা হয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

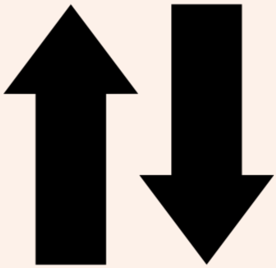
যেহেতু টেলিভিশন সম্পর্কে কোরান=হাদিসে কিছু বলা হয়নি, তাই টেলিভিশন নিষিদ্ধ বলা যাবে না।

**কটূক্তি ৬১:**

মুসলিম অধ্যুষিত দেশে অমুসলিমদের ওপর ইসলাম চাপিয়ে দেওয়া হয় কেন?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

ইসলাম কোনো গৎবাঁধা প্রার্থনাকেন্দ্রিক ধর্ম নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা সকল ধর্মের মানুষের জন্য প্রযোজ্য।



**কটূক্তি ৬২:**

ইসলাম সকল ধর্মের মানুষের জন্য প্রযোজ্য হলে অমুসলিমরা কেন ইসলাম নিয়ে কথা বলতে পারবে না?

দাঁতভাঙা জবাব:

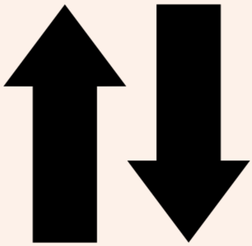
অমুসলিমদের কোনো অধিকার নেই ইসলাম নিয়ে কথা বলার। তারা নিজ ধর্মের সমালোচনা করতে পারে না? কেন ইসলাম ধর্ম নিয়ে এত চুলকানি তাদের?

**কটূক্তি ৬৩:**

মুসলিমরা মিনার, সৌধ এসবের বিরোধিতা করে কেন? ফুল দিয়ে প্রতীকীভাবে শহীদদের শ্রদ্ধা জানালে কার কী ক্ষতি হয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

ইসলামে প্রতীকী কোনো কিছুর স্থান নেই। এসব প্রতীকী কাজে আদৌ কারও লাভ হয়? শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ এগুলো পৌত্তলিকতার অংশ। তাই প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব এর বিরোধিতা করা।



**কটূক্তি ৬৪:**

মুসলিমরা কেন 'হাজরে আসওয়াদ' এ চুমু খায়? এটা কী পৌত্তলিকতার অংশ নয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

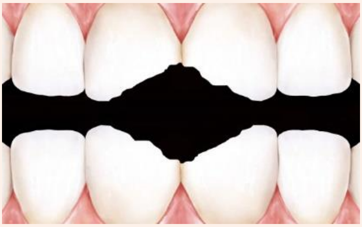
দেখুন, এটা একটা প্রতীকী ব্যাপার। আমরা তো পাথর পূজা করছি না, পাথরে চুমু খাওয়ার নামে আমরা আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি।

**কটূক্তি ৬৫:**

মুসলিমদের ধর্মানুভূতি এত তীব্র কেন? অন্য ধর্মাবলম্বীদের তো সামান্য কথায় ধর্মানুভূতি আহত হয় না; তারা কল্লা দাবী করে না, সাম্প্রদায়িক হামলা করে না।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের ঈমানের তুলনা চলে না। অমুসলিমরা তাদের ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন, কারণ তারা জানে তাদের ধর্ম মিথ্যা, তাই তাদের অনুভূতিও নেই। অপরদিকে মুসলিমরা ইসলামের ইজ্জত নিয়ে সবসময়ই সোচ্চার। এটা ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করে।



**কটূক্তি ৬৬:**

সারা বিশ্বের মুসলিমরা কেন এতো বেশি আন্তঃসংঘাতে লিপ্ত? অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তো এতো সংঘাত নেই।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

ইহুদী-নাসারা'রা ষড়যন্ত্র করে মুসলিমদের ইসলাম থেকে দুরে সরিয়ে রাখছে। তাই তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে এবং নিজেরা সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। ইহুদী-নাসারারা জানে তাদের ধর্ম মিথ্যা, তাই তারা একজোট হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এটাই প্রমাণ করে ইসলাম সত্য ধর্ম।

# ফাল দিয়া ওঠা কথা

**৮২.**

- আপনি শুধু আমার ধর্মের বিরুদ্ধে বলেন কেন? আরো তো ধর্ম আছে; সেসবের বিরুদ্ধেও বলেন।

- কেন, অন্য ধর্মের সমালোচনা করলে কি আপনার ধর্মের সমালোচনাগুলো মেনে নেবেন?

**৮৩.**

নাতনীর বয়সী মেয়ের প্রতি কামভাব থাকা সুন্নত...

**৮৪.**

অফিসে তিনজন মোল্লা আসলো ব্যবসায়িক কাজে। তৎক্ষণাৎ অফিসের একমাত্র নারী কলিগ ওড়না দিয়ে চুল ঢেকে ফেললেন। উল্লেখ্য, কলিগ নিয়মিত নামাজ পড়লেও অন্য সময় আমাদের বা ক্লায়েন্টদের সামনে কখনো ওড়না ওঠাননি। এই প্রথম তাকে এই কাজ করতে দেখলাম।

ধার্মিকদের যুক্তি - ওড়না পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিরাপত্তা দেয়। তাহলে কি কলিগ প্রবল ধর্মাচারী মোল্লাদের দৃষ্টির সামনে অনিরাপদ বোধ করছিলেন?

**৮৫.**

বিয়ে করতে চাচ্ছেন? কিন্তু পছন্দের মেয়ে বা মেয়ের পরিবার পাত্তা দিচ্ছে না? মেয়েকে ধর্ষণ করে ফেলুন। ব্যস, আপনি হয়ে গেলেন কাঙ্ক্ষিত মেয়ের স্বামী! মেয়ে আর তার পরিবারই আপনাকে জামাই বানানোর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরবে। তারপরও যদি কোনো কারণে রাজি না হয়, চিন্তার কিছু নেই। সমাজ, মোল্লা-পুরুত, চেয়ারম্যান-মেম্বার,

জনপ্রতিনিধি (নাকি যৌন প্রতিনিধি!) সবাই বসে আছে ধর্ষিতাকে ধর্ষকের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য।

**৮৬.**

অপচয়কারী শয়তানের ভাই;
কৃপণ আল্লাহর দোস্ত...

**৮৭.**

ধর্ম নিয়ে কিছু লিখলেই অনুভূতি আহত হয়, মোল্লারা ক্ষেপে যায়, শান্তি বিনষ্ট হয়। এমনিতে খুব শান্তি বজায় থাকে।

মোল্লারা শান্তিতে ধর্মব্যবসা করে, শফীরা শান্তিতে ওয়াজ করে, মাদ্রাসায় শান্তিতে বালক ধর্ষিত হয়, গ্রামে শান্তিতে বালিকাদের বিয়ে দেওয়া হয়, রাতের বেলা শান্তিতে হিন্দুদের ঘর-বাড়ি দখল করে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ফতোয়া দিয়ে শান্তিতে নারীদের হিল্লা বিয়ে দেওয়া হয়। এত শান্তি দেখে মডারেটরাও শান্তিতে চোখ বুঁজে থাকে।

সমাজকে শান্তিতে বলাৎকার করতে দিন ধর্মবরাহদের। বাধা দিলেই ধর্ষণে পরিণত হবে। শান্তি বিনষ্ট হবে।

**৮৮.**

থাবা বাবার আসল পরিচয় - তিনি একজন মুক্তচিন্তার মানুষ। যারা তাঁর নাস্তিকতার জন্য তাঁর নাম মুখে নিতে ভয় পায় বা তাকে বিশ্বাসী বানিয়ে দিতে চায়, তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বেশধারী ছদ্মমৌলবাদী।

কারো অবিশ্বাস তাকে খুন করার বৈধতা দেয় না, কিন্তু তার অবিশ্বাস চাপা দিতে গেলে খুনীরা নৈতিক সমর্থন পায়।

**৮৯.**

ঋতুস্রাব নিয়ে মমিনদের এতো চুলকানি কেন?

একটা মেয়ে ঋতুস্রাবের যন্ত্রনা সহ্য করবে, অথচ তার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে না; মুখ ফুটে বললেই সে হয়ে যাবে নষ্টা, বেশ্যা মেয়ে!

মমিনরা বিশ্বাস করে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে নারীর সৃষ্টি। তাদের ধর্ম গ্রন্থে লেখা আছে, পুরুষের এক ফোঁটা নাপাক বীর্য থেকে গর্ভে সন্তান আসে। নারী হচ্ছে শস্যক্ষেত্র, পুরুষেরা তাতে বীজ বপন করে। অর্থাৎ সন্তান জন্ম দানে নারীর ভূমিকা গৌন, পুরুষের এক ফোঁটা বীর্যই মূখ্য, ডিম্বাণুর কোনো স্থানই নেই!

বর্তমানে সবাই জানে, শিশুর জন্মে নারীর ভূমিকাই মূখ্য। মমিনরা এটা যতটা সম্ভব অস্বীকার করতে চায়। ঋতুস্রাব মমিনদেরকে জন্মের পেছনে নারীর ভূমিকা স্মরন করিয়ে দেয়। এইজন্যই তাদের চাওয়া - মেয়েরা এসব কথা প্রকাশ না করুক, তারা শুধু মুখ ফুটে যন্ত্রনা সহ্য করুক এবং ধর্মগ্রন্থের কথিত পাপের শাস্তি নামক রূপকথা মনে করুক।

ঋতুস্রাবকে বড় গলায় নারীর জন্য লজ্জাজনক আখ্যায়িত করলেও এটি আসলে মমিনদের জন্যই লজ্জাজনক; লজ্জাজনক তাদের পুরুষতান্ত্রিক ধর্মের জন্য।

**৯০.**

একজন মুক্তচিন্তার মানুষ হবার অন্যতম শর্ত হচ্ছে - ন্যায়-অন্যায় যাচাই করার ক্ষমতা অর্জন করা। ধর্মের নামেও একজন ব্যক্তিকে দিয়ে ভাল কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু এতে ব্যক্তির মানসিক বিকাশ হয় না, যাচাই করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না। এমন আজ্ঞাবহ মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে অন্যায় করানো বা অন্যায় কাজে সমর্থন নেওয়া

সম্ভব এবং তা-ই হয়। আজ্ঞাবহ ব্যক্তিরা সব সময়ই মৌলবাদী ও ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিনত হয়।

**৯১.**

বাংলাদেশ হচ্ছে লাল-সবুজের দেশ। বিপ্লবের রং লাল; মেনন সাহেব এতোদিন লাল সালাম দিতেন। সবুজ ইসলামী রং; হজ করে এসে তিনি সহী সবুজ সালাম দিবেন। লাল সবুজের পূর্ণতা পাবে।

এভাবেই 'পাকা কম্যুনিস্ট' এবং ডান মিলে মিশে যাবে আম-দুধে মেশার মতো। অপরদিকে 'ভুয়া কম্যুনিস্ট', বাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, আদিবাসী, নাস্তিকরা জলে ভেসে যাবে আঁটি হয়ে।

**৯২.**

নাস্তিক বলল, 'এক লম্পটকে নিয়ে কেন এত মাতামাতি ধার্মিকদের?'
অমনি ধর্মগাধারা তাকে তেড়ে মারতে আসল।
নাস্তিক বলল, 'আমি তো তোমাদেরকে বলিনি। অমুক ধর্মের কথা বলেছিলাম।
ধর্মগাধারা ক্রোধে বলল, 'ফাজলামি করছ? আমরা ঠিকই জানি, কে লম্পট।'

**বি.দ্র.** ঘটনাটি আফ্রিকার এক জঙ্গলে গুহাযুগের ঘটনা। তার সাথে বর্তমানের কোনো মিল পাওয়া গেলে তা কাকতালীয়।

**৯৩.**

যেহেতু বিএনপি-জামাত ডাকাতি করেছে, তাই লীগের চুরি জায়েজ;
যেহেতু বিএনপি-জামাত ইসলামের নামে রাজনীতি করে, তাই লীগের মদিনা সনদের ঘোষণা দেওয়া জায়েজ;
যেহেতু বিএনপি-জামাত জঙ্গি সৃষ্টি করেছে, তাই লীগের মৌলবাদ তোষণ জায়েজ;

যেহেতু বিএনপি জামাতিদের সাথে জোট করে ক্ষমতায় গিয়েছে, তাই লীগের ইসলামী ব্যাংকের টাকা খাওয়া জায়েজ;

যেহেতু বিএনপি-জামাত সমগ্র দেশটাই হস্তান্তর করতে চেয়েছিলো, তাই লীগের কিছু খনি বা সমুদ্র ব্লক হস্তান্তর জায়েজ;

যেহেতু বিএনপি-জামাত গণধর্ষণ করে তাই, লীগাররা মা-বোন ধরে গালি দিলে জায়েজ;

যেহেতু বিএনপি-জামাত সাম্প্রদায়িক, তাই লীগাররা কাউকে 'মালাউনের বাচ্চা' বলে গালি দিলে জায়েজ;

অতঃপর আওয়ামীলীগ বিএনপি-জামাতের কোন অবদান অস্বীকার করবে?

**৯৪.**

কারা যেন দাবি করেছিলো, সিংহভাগ মুসলিমই শান্তিকামী! গুটিকয়েক সালাফিস্ট মুসলিম কতল করে, বোমা ফুটায়, জিহাদ করে। বাকি সব মুসলিম খুব ভালো! তারা ধর্মের নামে অপকর্ম করে না, এমনকি এসব সমর্থনও করে না, কারো কল্লা ফেলে দেওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে না!

তারা কি এখন মৌনতা অবলম্বন করবে, নাকি পোস্ট কলোনিয়াল ইন্টারকোর্সের সাথে অরিয়েন্টাল প্রোপাগান্ডার রিকন্সিলিয়েশনের ন্যারেটিভ ডিসকোর্স করে হেজিমনি বোঝাবে?

(লতিফ সিদ্দিকীর বক্তব্যে মমিনীয় শান্তিকামী প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে)

**৯৫.**

কোরবানির উদ্দেশ্য ত্যাগ, এবং আসল ত্যাগ শুরু হয় কোরবানির মাংস ভক্ষণের ফলাফল স্বরূপ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দিতে...

**৯৬.**

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে মঙ্গল গ্রহ অভিযানের সাফল্য উদযাপন করেছে।

এই সময়ে আমাদের মহাকাশবিদ্যার দৌড় হলো নবীর আঙ্গুলের ঈশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলো কি না, মেরাজ সম্ভব কি না, সাঈদীকে সত্যিই চাঁদে দেখা গিয়েছিলো কি না - এসব নিয়ে 'বিতর্ক' করা!

**৯৭.**

ধর্মগ্রন্থ খুঁড়ে অসাম্প্রদায়িকতা বের করার সমস্যা হলো, কোন ধর্মগ্রন্থ বেশি অসাম্প্রদায়িক, এই মীমাংসা করতেই সাম্প্রদায়িক লড়াই বেধে যেতে পারে!

**৯৮.**

যখন কোনো মুসলিম ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে কেউ অপকর্ম (মিথ্যা অপপ্রচার, জঙ্গিবাদ, স্বৈরাচার) করে, তখন বেশিরভাগ মুসলিমই তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করে, তাদের সফলতার জন্য প্রার্থনা করে, তাদেরকে ইসলামের কাণ্ডারি ভাবে। পরবর্তীতে তাদেরকেই আবার অস্বীকার করার প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়। তারা সহী মুসলিম না, তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই, তারা ইহুদি-নাসারাদের দোসর ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার কোনো মুসলিম কল্যাণমূলক কাজ করলে (মৌলবাদ-জঙ্গিবাদের বিরোধিতা, বিজ্ঞানচর্চা, শিক্ষার প্রসার), তখন মুসলিমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করে, কাফের-মালাউন-মুরতাদ বলে ফতোয়া দেয়, কল্লার দাম হাঁকায়। পরবর্তীতে তাদেরকেই আবার সহী মুসলিম, ইসলামের কাণ্ডারি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে।

**৯৯.**

ইসলাম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

যে কোনো বোধসম্পন্ন মানুষের ইসলাম ত্যাগের জন্য এই বিধানটিই যথেষ্ট।

**১০০.**

বাংলাদেশের সুশীলদের নিরপেক্ষতা শুধু বিএনপি-জামাতের পক্ষে,

আর মডারেটদের মানবতা শুধুই মুসলিমদের পক্ষে...

**১০১.**

ইসলামকে সর্বস্তরে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে জামাতের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানে ঘরের পাশে নর্দমা জিইয়ে রেখে মশা দমন করার চেষ্টা করা। এতে মশা নির্মূল না হলেও মশকবিরোধী সৈনিক হিসেবে নিজেকে জাহির করা যায় এবং চেতনার কয়েল, অ্যারোসল বিক্রিও চলে ভালো।

**১০২.**

কানাডায় Ebola ভাইরাসের পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু হয়েছে।

এবার ধর্মগ্রন্থে ইবোলা'র সমাধান পাওয়া গেলো বলে...

**১০৩.**

আমাদের মুভিতে চুম্বন, নগ্ন, যৌনদৃশ্য দেখানো যাবে না, কারণ এগুলো আমাদের কালচার না।

আমাদের কালচার হলো বিদেশী মুভিতে এসব দৃশ্য দেখে হাত মারা...

# নাস্তিকদের কটূক্তির দাঁতভাঙা জবাব

**কটূক্তি ৬৭:**

আল্লাহ জ্বিন এবং মানুষকে শুধুই তাঁকে সেজদা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আল্লাহ কেন ইবলিশকে আদমকে সেজদাহ করার নির্দেশ দিলেন? এটা কি শিরকের সাথে তুলনীয় নয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

কোরানের ২:৩৪, ২০:১১৬, ১৫:৩০-৩১ অনুযায়ী ইবলিশ ফেরেশতা। আর ফেরেশতাদের আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

**কটূক্তি ৬৮:**

ইবলিশ ফেরেশতা হলে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করল কীভাবে? ফেরেশতাদের তো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা নেই।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

কোরানের ১৮ নম্বর সূরা (কাহফ) ৫০ নম্বর আয়াত অনুযায়ী ইবলিশ জ্বিন। আর জ্বিন এবং মানুষকে আল্লাহ তার নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

**কটূক্তি ৬৯:**

মুসলিমরা ভিন্ন দেশের মুসলিমদের ওপর অত্যাচার নিয়ে যতটা সোচ্চার, নিজ দেশের অমুসলিমদের ওপর অত্যাচার নিয়ে সোচ্চার নয় কেন?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, মুসলিম-মুসলিম ভাই-ভাই। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। আপনারা দেশ, জাতির ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে চান মুসলিমদের।

**কটূক্তি ৭০:**

বিশ্বব্যাপী মুসলিম সন্ত্রাসীরা ইসলাম কায়েমের নামে বোমা হামলা, লুটপাট, অপহরণ করছে, তার শিকার মুসলিম-অমুসলিম সবাই হচ্ছে। তবু শান্তিবাদী মুসলিমরা এ নিয়ে নিরব কেন?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

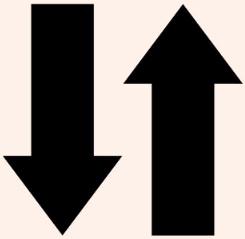
দেখুন, সারা বিশ্বে কী হচ্ছে, তা দেখার চাইতে নিজ দেশের ভালো-মন্দের ওপর নজর দেওয়া উচিত। অন্য দেশের মুসলিমরা অপকর্ম করলে সেটা সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যাপার। তার দায় সারা বিশ্বের মুসলিমরা নেবে কেন?

## কটূক্তি ৭১:

মুসলিমরা দাবি করে, বিজ্ঞানীরা নাকি কোরান থেকে সূত্র নিয়ে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী এমন কোনো তথ্য দিয়েছেন বলা জানা যায়নি। আর পুরো কোরান ঘেঁটে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

## দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, ইহুদী-নাসারা বিজ্ঞানীরা কখনোই স্বীকার করবে না যে, তারা কোরান থেকে জ্ঞান আহরণ করে। তাহলে তাদের চৌর্যবৃত্তি ধরা পড়ে যাবে। আর পবিত্র কোরআন বিজ্ঞানের বই নয় যে, সরাসরি তত্ত্ব দেওয়া থাকবে। তবে অনেক আবিষ্কারের ইঙ্গিত দেওয়া আছে, যেগুলো কাজে লাগিয়েছে বিজ্ঞানীরা।



## কটূক্তি ৭২:

এ ধরনের ইঙ্গিতপূর্ণ বাণী তো অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও আছে। যেগুলোর বিভিন্ন অর্থ দাঁড় করানো যায় এবং চাইলে বিজ্ঞানের সাথেও মেলানো যায়। তাহলে তো এটাও দাবি করা যায়, বিজ্ঞানীরা এসব গ্রন্থ থেকেই আবিষ্কার করেছে।

## দাঁতভাঙা জবাব:

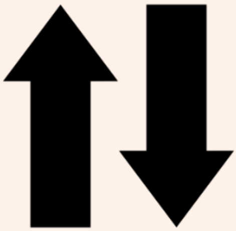
দেখুন, গোঁজামিল দিয়ে বিজ্ঞানের সাথে মেলালেই তাকে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বলা যায় না। কোন বিজ্ঞানী কি বলেছে যে, তারা এসব গ্রন্থ থেকে আবিষ্কার করেছে? কোনো প্রমাণ আছে এর পক্ষে?

**কটূক্তি ৭৩:**

ধর্মে নৈতিকতা সম্পর্কিত যেসব সাধারণ বাণী আছে, তা মানুষ নিজেদের বিবেচনা বোধ থেকেই জানতো। এ ক্ষেত্রে ধর্মের কৃতিত্ব কী?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, ভালো-মন্দের তফাত সম্পর্কে মানুষের ধারণা থাকলেও তা মানার বাধ্যবাধকতা ছিলো না। ধর্মের কারণে সৎ পথে চলার ঐশী বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়, যা চিরন্তন। এইজন্যই ধর্মকে নৈতিকতার উৎস বলা হয়।



**কটূক্তি ৭৪:**

ধর্মে অনেক বর্বর প্রথা আছে, যা নৈতিক দৃস্টিকোন থেকে পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে ধর্মান্ধরা এসব পালন করে এবং অন্যকেও পালন করতে বাধ্য করে।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, এসব প্রথা আগে থেকেই প্রচলিত ছিলো। যুগের প্রয়োজনে সেগুলো বহাল রাখলেও বর্তমানে সেসবের প্রয়োজনীয়তা নেই। ধর্ম কখনোই অন্যায় কাজে বাধ্য করে না। নিজের বিবেচনাবোধ কাজে না লাগিয়ে কেউ ধর্মের নামে অন্যায় করলে তাতে ধর্মের দোষ কোথায়?

**কটূক্তি ৭৫:**

জীবন-যাপনের প্রতিটি উপাদান মানুষ নিজ যোগ্যতা বলে অর্জন করে। অথচ বিশ্বাসীরা সব কিছুর জন্য স্রষ্টাকে কৃতজ্ঞতা জানায় কেন? স্রষ্টার দৃশ্যমান ভূমিকা কী?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, মানুষের অর্জনগুলো আদতে স্রষ্টারই অবদান। প্রকৃতিতে যা কিছু পাওয়া যায় সব স্রষ্টার দান। আর এসব কাজে লাগানোর জ্ঞানও স্রষ্টা দিয়েছেন। তাই সব কিছুর কৃতিত্ব মূলত স্রষ্টার।

**কটূক্তি ৭৬:**

মানুষের সকল অর্জনের কৃতিত্ব স্রষ্টার হলে ব্যর্থতার দায় কেন স্রষ্টার নয়? কেন বিশ্বাসীরা স্রষ্টার নিন্দা না করে মানুষকে দায়ী করে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

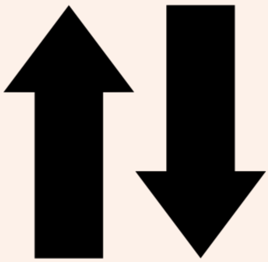
দেখুন, প্রচেষ্টা যখন মানুষের ব্যর্থতার দায়ভারও মানুষেরই। স্রষ্টা মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছেন, তা সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে না পারলে স্রষ্টার দোষ কী?

**কটূক্তি ৭৭:**

নিজ নিজ ধর্মকে বিজ্ঞানসম্মত দাবী করলেও সিংহভাগ ধার্মিকই বিবর্তনবাদ মানতে চায় না। কারণ তা সৃষ্টিতত্ত্ব বাতিল করে দেয়।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

বিবর্তন হচ্ছে বিজ্ঞানীদের তৈরি গালগল্প, যার কোনো ভিত্তি নেই। বানরের পেট থেকে মানুষ জন্মাতে কেউ কখনো দেখেছে? আর মানুষ যদি বানর থেকেই আসে তাহলে দুনিয়ায় এখনো বানর আছে কেন?



**কটূক্তি ৭৮:**

বিবর্তন তত্ত্বে বলা হয়নি, মানুষ বানর থেকে এসেছে। মানুষ ও বানর একটি 'সাধারণ পূর্ব-পুরুষ' থেকে এসেছে, যা বানর জাতীয় (প্রাইমেট) হলেও আজকের বানর (মাঙ্কি) নয়। এর সপক্ষে অনেক ফসিল পাওয়া গিয়েছে।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

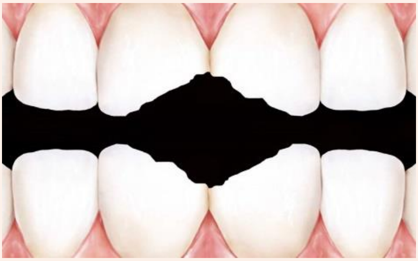
যে তথাকথিত পূর্বপুরুষের কথা বলা হয়েছে, আজ পর্যন্ত সেরকম কোনো প্রাণী দেখাতে পারেনি বিজ্ঞানীরা। কিছু হাড়-গোড় দেখালেই তো প্রমাণিত হয় না, এগুলোই মানুষের পূর্বপুরুষ।

## কটূক্তি ৭৯:

ইসলামকে জঙ্গি, সন্ত্রাসের ধর্ম বললেই কতল করার দাবি তোলে মোল্লারা। এটাই কি প্রমাণ করে না যে, ইসলাম কতটা হিংস্র ধর্ম?

## দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, ইসলাম হচ্ছে উদার, শান্তির ধর্ম। ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা মানে শান্তির বিরুদ্ধে কথা বলা। আর যে শান্তির বিরুদ্ধে কথা বলে, তার কঠোর শাস্তি প্রাপ্য।



## কটূক্তি ৮০:

যেসব মুসলিম জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তাদেরকেও কেন কতল করতে চায় মোল্লারা? তারা তো তথাকথিত শান্তিপূর্ণ ইসলামেরই প্রচার করে।

## দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, ইসলাম শুধুই প্রার্থনার ধর্ম নয়। জিহাদ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যারা জিহাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, জিহাদীদের জঙ্গি, সন্ত্রাসী বলে তারা আসলে মুনাফিক। তারা কঠোর শাস্তি প্রাপ্য।

# ফাল দিয়া ওঠা কথা

**১০৪.**

ইসলামকে সর্বস্তরে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে জামাতের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানে ঘরের পাশে নর্দমা জিইয়ে রেখে মশা দমন করার চেষ্টা করা। এতে মশা নির্মূল না হলেও মশকবিরোধী সৈনিক হিসেবে নিজেকে জাহির করা যায় এবং চেতনার কয়েল, অ্যারোসল বিক্রিও চলে ভালো।

**১০৫.**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে খুন করে জঙ্গিরা তাদের ঈমানি দায়িত্ব পালন করেছে।

এবার মডারেটরাও নিজেদের ঈমানি দায়িত্ব পালন করুন। গলা চড়িয়ে বলুন, 'ইহা সহি ইসলাম নয়।'

**১০৬.**

ইসলাম এখন আর কোনো ধর্ম নয়; পুরোদস্তর রাজনীতি। এর দুই পক্ষ - ইসলামী পক্ষ আর ইসলামবিরোধী পক্ষ। আর ইসলামী পক্ষের শক্তি হতে হলেই অবশ্যই রাজাকার, পাকি- ও আরব-প্রীতি থাকতে হবে; ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম পালন করা বা না করার সাথে ইসলামী পক্ষ হওয়ার সম্পর্ক নেই।

আওয়ামী লীগ দেশের একমাত্র ইসলামী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ যাবত যত পদক্ষেপ নিয়েছে, সবই সুপার ফ্লপ হয়েছে এবং লীগের নামকাওয়াস্তে ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়ই শুধু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। হাসিনার নামাজ পড়া, কোরানের পাঠের বয়ান, মদিনা সনদে দেশ চালানোর ঘোষণা, নাস্তিক ব্লগারদের গ্রেফতার, শফি হুজুরকে জমি

উপহার... কিছুতেই কিছু হয়নি। অপরদিক খালেদা জিয়া দুপুর বারোটায় ঘুম থেকে উঠুক, বড়ো গণতন্ত্র ধর্মীয় রাজনীতির বিপক্ষে বক্তব্য দিক, ফরহাদ মজহার খোদাকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখুক, তুহিন মালিক ইজতেমাকে পিকনিক বলুক... তাদের ইসলামী ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

জামাতকে ইসলামের থেকে আলাদা করার চেষ্টা করে লাভ নেই। বরং ইসলামী শক্তি হতে হলে জামাতকে কোলে নিয়ে পাক-আরবের কোলে উঠে যেতে হবে। আওয়ামী লীগ ইসলামী শক্তি হওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে গিয়ে কত দূর যেতে পারে, তা-ই দেখার বিষয়...

## ১০৭.

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে...

জিহাদী স্বর্গে গেলেও কি কতল, ধর্ষণ, বোমাবাজি ত্যাগ করবে? ওরা হয়তো একে অন্যের হুরকে ধর্ষণ করতে যাবে, নিরীহ স্বর্গবাসী মুমিনদের গৃহে বোমা মারবে, আর আল্যাপ্যাককে নাস্তিকতার জন্য কতল করে দেবে...

## ১০৮.

সোনালি ব্যাংকের ক্যালেন্ডারের পাতায় কান্তজির মন্দিরের ছবি থাকায় মুমিনদের ধর্মানুভূতি আহত হয়েছে। যার ফলে দু'কোটি টাকার ক্যালেন্ডার বাতিল করে নতুন করে ক্যালেন্ডার ছাপাতে হচ্ছে। আশা করি নতুন ক্যালেন্ডারে পাকিদের বর্বরতা, আইএসআইএস-এর কল্লা কাটা, বোকো হারামিদের ধর্ষণের ছবি থাকবে, যাতে মুমিনরা এসব দেখে ঈমানি জসবা পায়।

আসলে সব দোষ মন্দিরের। মন্দির থাকাতেই না ছবি তুলতে পেরেছে। আসুন, মন্দিরসহ অমুসলিম-কাফেরদের সব উপসনালয়-মূর্তি ভেঙে দিই। তারপর আয়েশ করে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জিকির তুলি...

**১০৯.**

'মুসলিম মাত্রই সন্ত্রাসী নয়' মুসলিমদের জন্য এর চেয়ে বড়ো অসম্মানজনক বাক্য কিছুই হতে পারে না। অথচ কেউ এই বাণী দিলে মুমিনরা নিজেরাই গর্বের সাথে শেয়ার করে!

**১১০.**

যতো জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ সব আসলে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র।
কিন্তু আপনি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কথা বললে সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে যাবেন,
কারণ জঙ্গিরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে!

কেউ কি এই পেজগির সমাধান দিতে পারেন?

**১১১.**

আমরা যদি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো বুলি ঝেড়ে আদিবাসী দমন-নিপীড়নে সমর্থন দিই বা নিশ্চুপ থাকি, তাহলে বুঝতে হবে আমরা একেকজন অসাম্প্রদায়িক বজ্জাত...

**১১২.**

শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া পূজা মনে হয়?
হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করার সময় মনে হয় না?

**১১৩.**

একটা ঘৃণাবাদী বই বাতেল হলো, আর অমনি নাস্তেকরা হাউকাউ শুরু করে দিল এমনভাবে, যেন মুসলিমরা বইপ্রেমী না! অথচ মুসলিমরা কতো বড় বইপ্রেমী, তা যদি নাস্তেকরা অনুধাবন করতে পারতো, তাহলে আর এহুদি-নাসারাদের দালালি করতো

না। মোকসুদুল মোমেনিন বই, কাশেম বিন আবু বকরের বই, ইসলামী ব্যাংকের চেক বই, সানি লিওনের বই.... মাশাল্লা, মুসলিমরা বই ছাড়া চলতেই পারে না।

অতঃপর নাস্তেকরা কীভাবে মুসলিমদের বইপ্রেমকে অস্বীকার করবে?

**১১৪.**

নির্বাচন দেন, তাহলে আর আগুন লাগাবো না।
স্বেচ্ছায় সহবত করতে আসেন, তাহলে আর ধর্ষণ করবো না।

**১১৫.**

আফগান নারী ক্রিকেট দল অনুশীলন করছিল। মৌলবাদীরা বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিল। ফলাফল হিসেবে ক্রিকেট টিম ভেঙে গেল।

জার্মানির কোলন শহরে কার্নিভাল র‍্যালির আয়োজন চলছিল। মৌলবাদী হামলার আশঙ্কা করলো নিরাপত্তা বাহিনী। ফলাফল - র‍্যালি বাতিল করা হল।

মুহাম্মদের জীবনী নিয়ে বই অনুবাদ করলো রোদেলা প্রকাশনী। মৌলবাদীরা হুমকি দিল। ফলাফল - রোদেলা প্রকাশনীর স্টলই বন্ধ।

এদিকে শুনলাম, কোন আরব বেটা পৃথিবীর গোলত্ব ও ঘূর্ণনকে অস্বীকার করেছে। এখন ভয়ে আছি, কবে মৌলবাদীরা হুমকি দেয় আর পৃথিবী ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে বসে যায়!

**১১৬.**

ভাগ্য ভাল, এখনো গন্ধ ধারনের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয় নি।
নাহলে ছাগুর গন্ধে অনলাইনে আসাই যেত না। আর টিভি দেখা যেত না সুশীল শুয়োরদের গন্ধে...

**১১৭.**

'বাঙলাদেশ অমরদের দেশ। এ-দেশের প্রতি বর্গমিটার মাটির নিচে পাঁচ জন ক'রে অমর ঘুমিয়ে আছেন।' - হুমায়ুন আজাদ

তিনি যে কথাটি বলেননি, 'বাংলাদেশ ধর্মগাধাদের দেশ। এ-দেশের প্রতি বর্গমিটার মাটির উপর পঞ্চাশ জন করে ধর্মগাধার বিচরণ, যারা অমরদের মাটির নিচে ঘুমাতে পাঠিয়ে দেয়।'

**১১৮.**

একসময় ধর্ম ব্যবসা করত মোল্লা-পুরুতরা। কারণ তখন সাধারণ মানুষ জীবিকা নির্বাহ ছাড়া জগতের তেমন খোঁজ রাখতো না। তাই মোল্লা-পুরুতরা ধর্মের নামে যা বলতো, তাই বিশ্বাসীরা মেনে নিত।

এখন মানুষ একটু-আধটু দুনিয়ার খোঁজ-খবর রাখে। শিক্ষা, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে বিশ্বাসীদের একটা অংশের চিন্তা-ভাবনা এগিয়ে গিয়েছে। তারা বোঝে, বিজ্ঞানকে পুরাপুরি অগ্রাহ্য করা সম্ভব না, নারীদের সম্পূর্ণ ঘরবন্দী করে রাখা যায় না, বিধর্মী হলেই তাদের ওপর খড়গহস্ত হওয়া ঠিক না। ধর্মগ্রন্থের বেশিরভাগ বাণীই তাদের সংশয়ী করে ফেলে।

এই আধা-ধার্মিক আধা-আধুনিক মানুষদের নিয়ে এখন ধর্ম ব্যবসা করে সুশীল, মডারেট ও বুদ্ধিজীবীরা। তারা ধর্মের সাথে বিজ্ঞান, নারীবাদ, সেক্যুলারিজম মিশিয়ে কথিত শিক্ষিত (সনদপ্রাপ্ত) শ্রেণীকে খাইয়ে দেয়। সাধারন মানুষের চিন্তার অগ্রসরতার কারণ যে মানব-রচিত শিক্ষা, কিছু মহামানবের আত্মত্যাগ, বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণা, সাহিত্যিক, দার্শনিক - তা অস্বীকার করে এসবের পেছনে ধর্মের অবদান বের করে।

মানুষের অবদান অস্বীকার করে কথিত স্রষ্টা বা ধর্মের অবদান পুরোপুরিই প্রতারণা। সবকিছুই ধর্মে থাকলে এই আধা-ধার্মিক মানুষগুলো আর কষ্ট করে পড়ে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে না, যুক্তির নিরিখে যাচাই করার চেষ্টা করে না। এভাবে বিজ্ঞান বা মুক্তচিন্তার প্রসারের নামে বিশ্বাসের প্রসারই হয়; সংশয়ী মনের এখানেই ইতি ঘটে।

এই নব্য ধর্মব্যবসায়ীরা নাস্তিকদের ওপর খুব ক্ষ্যাপা। নাস্তিকরা তাদের ধর্মব্যবসার গোড়ায় জল ঢেলে দেয়। তাই কোনো নাস্তিক কোপ খেলেই তাদের মিনমিনে কণ্ঠ শোনা যায়, 'হত্যা সমর্থন করি না তবে, কিন্তু...'

নব্য ধর্মব্যবসায়ীরা যে কোনো পেশাজীবীই হতে পারে। তবে এদের মধ্যে ডাক্তারদের সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয়।

**১১৯.**

'ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সংঘর্ষ নেই।'

অবশ্য এই বিজ্ঞান জোকার নালায়েকের বিজ্ঞান। যেই বিজ্ঞানে মনে করা হয়, বিজ্ঞানীরা বসে বসে ধর্মগ্রন্থ পড়ে সব আবিষ্কার করে।

আর যেই বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু, প্রশ্ন তোলে, সংশয়ী হতে শেখায়, মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে, বিবর্তনের কথা বলে, সেই বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের অবশ্যই সংঘর্ষ আছে।

**১২০.**

আদিবাসীদের নিপীড়নের বেলায় বাঙালি ধর্ম ও দল নিরপেক্ষ।
সব ধর্ম ও দলের বাঙালি মিলেমিশে এই কাজ করে...

# নাস্তিকদের কটূক্তির দাঁতভাঙা জবাব

**কটূক্তি ৮১:**

ইসলামের তথাকথিত ভালো দিকগুলো নিয়ে গলাবাজি করলেও প্রয়োগের ব্যাপারে মোল্লাদের আগ্রহ নেই। যেমন, উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে মেয়ে সন্তানের অধিকার ছেলে সন্তানের অর্ধেক হলেও আমাদের দেশে তা তেমন মানা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের বঞ্চিত করা হয়। অথচ এ নিয়ে কারো উচ্চবাচ্য নেই।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

আলেমদের দায়িত্ব হলো ইসলাম সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা। তাঁরা তা করেছেন। কোনো মুসলিম যদি তা না মানেন তাহলে আলেমরা কী করতে পারেন? ইসলাম জোর জবরদস্তির ধর্ম নয়।

**কটূক্তি ৮২:**

হিল্লা বিয়ে, দোররা, পর্দা, মুরতাদ ঘোষণা এসব নিয়ে মোল্লারা এমন বাড়াবাড়ি করে কেন? তারা যা বলার বলেছে। যার ইচ্ছে পালন করবে, যার ইচ্ছে নেই পালন করবে না। মানুষের স্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ করা?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

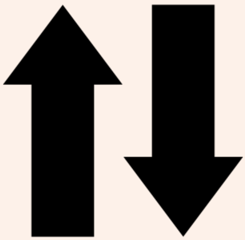
দেখুন, ইসলাম কোন স্বেচ্ছাতারিতার ধর্ম নয় যে, যেভাবে ইচ্ছে চলা যাবে। অবশ্যই প্রত্যেককে ইসলামী নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে; না চললে তাকে বাধ্য করতে হবে। আলেমদের এখতিয়ার আছে প্রত্যেককে বাধ্য করা।

**কটূক্তি ৮৩:**

ইসলামের সাথে অন্য ধর্মের তুলনা করলে মুমিনরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে কেন? সব ধর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে সমস্যা কী?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, ইসলামের সাথে অন্য ধর্মগুলোর তুলনার প্রশ্নই আসে না। ইসলাম শুধুই একটা আচারসর্বস্ব ধর্ম নয়, তা আল্লাহ মনোনীত একমাত্র দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম নিজেই নিজের তুলনা। অন্য ধর্মের সাথে তুলনা ইসলামের জন্য অমর্যাদাস্বরূপ।



**কটূক্তি ৮৪:**

ইসলামের সমালোচনা করলে মুমিনরা কেন দাবি করে, অন্য ধর্মের সমালোচনাও করতে হবে? অন্য ধর্মে ভুল থাকলে কি ইসলামের ভুলগুলো গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, নাস্তিকরা শুধুই ইসলামের সমালোচনা করে, এ থেকেই বোঝা যায়, তারা আদৌ নাস্তিক নয় ইসলামবিদ্বেষী হিন্দু/কাফের। দুনিয়াতে কি আর কোনো ধর্ম নেই, শুধু ইসলাম নিয়ে টানাহেঁচড়া কেন? সত্যিকারের নাস্তিক হলে সব ধর্মের তুলনামূলক বিচার করতো।

**কটূক্তি ৮৫:**

নাস্তিকদের ছদ্মনাম ব্যাবহারে মুমিনদের আপত্তি কেন? নাম যা-ই হোক, ব্যক্তির লেখাই তো মূখ্য। ছদ্মনাম ব্যবহার করলে কি লেখার যৌক্তিকতা ক্ষুণ্ণ হয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

নাস্তিকরা অনেক বড় বড় কথা বলে, অথচ প্রকাশ্যে নিজেদের পরিচয় দিতেই ভয় পায়। তারা নিজেদের সত্যবাদী মনে করলে আসল পরিচয়ে আসুক। আসলে নাস্তিকের আড়ালে সবাই ইসলামবিদ্বেষী হিন্দু, তাই ছদ্মনাম ব্যবহার করে।

**কটূক্তি ৮৬:**

প্রকাশ্যে কেউ নাস্তিকতার প্রচার করলে বা কোনো মুসলিম ইসলামত্যাগের ঘোষণা দিলে মুমিনরা কি মেনে নেবে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

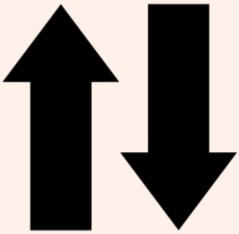
৯৭ ভাগ মুসলিমের দেশে প্রকাশ্যে নাস্তিকতার প্রচার কখনোই বরদাস্ত করা হবে না। কোনো নাস্তিক এই ঘোষণা দিলে তৌহিদি জনতা তাদের ঈমানি শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে। আর ইসলামত্যাগকারীকে অবশ্যই কতল করা হবে।

**কটূক্তি ৮৭:**

ইসলামে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ কেন?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

যে যা খায়, সে সেই মত আচরণ করে। যেমন অমুসলিমরা শূকরের মাংস খায় বলে তাদের স্বভাব শুকরের মত। খ্রিষ্টানদের ডান্স পার্টিগুলোতে নেচে নেচে উত্তেজনার উত্তুঙ্গে উঠে একে অপরের সাথে শোয়ার জন্য বউ বদল করে নেয়; যেমনটা শূকর করে থাকে।



**কটূক্তি ৮৮:**

কোনো প্রাণীর মাংস খেলেই যদি সেই প্রাণীর মত আচরণ করে কেউ, তাহলে মুসলিমরা গরু-ছাগল খায় কেন? তাদের আচরণ কি গরু-ছাগলের মতো? তারা কি গরুর মতো সঙ্গম করে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

কোনো প্রাণীর মাংস খেলেই যে সেই প্রাণীর মত আচরণ করবে, এর পেছনে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই। মানুষ বেঁচে থাকার জন্যই প্রাণীর মাংস খায়। এটার সাথে আচরণের সম্পর্ক নেই।

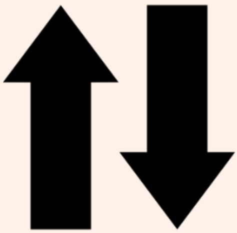
* এবারের দাঁতভাঙা কার্টেসি Dr Zakir Naik.

**কটূক্তি ৮৯:**

মুসলিমরা অমুসলিমদের দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে তাদের বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সেকুলারিজমের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়; শরীয়া আইন প্রবর্তনের কথা বলে।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

এইসব ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, সেকুলারিজম ইসলামের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। যে কোনো অবস্থাতেই একজন মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব হচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জ্বিহাদ করা।



**কটূক্তি ৯০:**

অমুসলিমরা তাদের দেশে ইসলাম-শরীয়া প্রসার নিষিদ্ধ করলে মুসলিমরা আপত্তি জানায় কেন?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন নিজ ধর্ম পালন করা, প্রচার করা ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর বাক-স্বাধীনতার অংশ। ইহুদী-নাসারারা বলে, তাদের দেশে সবাই স্বাধীন, তাহলে মুসলিমরা দ্বীনের প্রসার ঘটাতে পারবে না কেন?

* এবারের দাঁতভাঙা কার্টেসি পিনাকী লেভেলের সুশীলরা...

**কটূক্তি ৯১:**

আলকায়েদা, তালেবান, আইএসআইএস, বোকো হারাম ইসলামের নামে এতো সন্ত্রাসী সংগঠন মানবতাবিরোধী অপরাধ করছে; মুসলিমরাও রেহাই পাচ্ছে না। তারপরও সারা বিশ্বের মুসলিমরা নীরব কেন?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

এরা কেউই সহি মুসলিম না; এদের কর্মকাণ্ডের সাথে সহি ইসলামের সম্পর্ক নেই। ইহুদি-নাসারাদের মোড়ল আম্রিকা এদের তৈরি করেছে ইসলাম ও মুসলিমদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য।

**কটূক্তি ৯২:**

আম্রিকা-ন্যাটো জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে মুসলিমরা প্রতিবাদ করে কেন?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

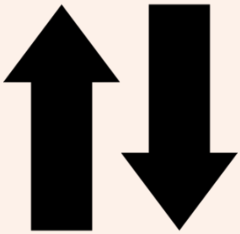
মুসলিমরা একে অপরের ভাই। একজন মুসলিমের ওপর হামলা চালানো মানে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ওপর হামলা চালানো; ইসলাম মুছে দেবার নিশানা। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ঈমানি দায়িত্ব...

**কটূক্তি ৯৩:**

মুমিনরা প্রায়ই দাবী করে, নাস্তিকরা ইসলাম সম্পর্কে কিছু না জেনে সমালোচনা করে। অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রে নাস্তিকরা কোরান-হাদিসের সূত্র দিয়ে সমালোচনা করে।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, জানার কোনো শেষ নাই। দু'পারা কোরান-হাদিস পড়লেই ইসলাম বোধগম্য হয়ে যায় না। ইসলামের মাহাত্ম্য বুঝতে হলে আপনাকে আরো গভীরভাবে পাঠ করতে হবে। তাহলেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারবেন।



**কটূক্তি ৯৪:**

বেশিরভাগ মুমিন না কোরান-হাদিস না পড়েই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাস থেকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

না জেনে ইসলাম বিশ্বাস করা যাবে না, এমন কোনো কথা নেই। ঈমান হচ্ছে গভীর অনুভূতির বিষয়। যা সবার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব না।

**কটূক্তি ৯৫:**

মুহাম্মদকে নিয়ে কার্টুন আঁকলে কেন জঙ্গি হামলা চালিয়ে খুন করতে হবে? কার্টুন আঁকার প্রতিবাদ তো কার্টুন এঁকেই করা যায়।

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, ইহুদি-নাসারাদের মোড়ল আমেরিকা কিছু মস্তিষ্কবিকৃত লোককে দিয়ে এইসব হামলা সৃষ্টি করায় নিজেদের স্বার্থে। দুনিয়ার বেশিরভাগ মুসলিমই এসব সমর্থন করে না।

**কটূক্তি ৯৬:**

তার মানে মুহাম্মদের কার্টুন আঁকলে বা ইসলামের সমালোচনা-ব্যঙ্গ করলে মুসলিমরা স্বাভাবিক ভাবে নেবে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

মুহাম্মদ (সঃ) হচ্ছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ। মুসলিমরা তাকে নিজের জীবনের চেয়েও ভালবাসে। তার সম্মানহানি করা মানে মুসলিম বিশ্বের ওপর আঘাত যা মুসলিমরা কখনোই মেনে নেবে না। ঈমানি শক্তি দিয়ে জবাব দেবে।

**কটূক্তি ৯৭:**

মুমিনরা দাবী করে, ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দেয়। নারীর শরীর পুরোপুরি ঢেকে রাখতে বাধ্য করে কীভাবে নারীকে সম্মান করা হয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

দেখুন, পর্দা নারীর জন্য বাধ্যবাধকতা নয়; পছন্দ। ইসলামে নারীকে পর্দা বাছাই করার অধিকার দেয়।

**কটূক্তি ৯৮:**

তার মানে - নারীরে চাইলে পর্দা না করেও চলতে পারবে?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

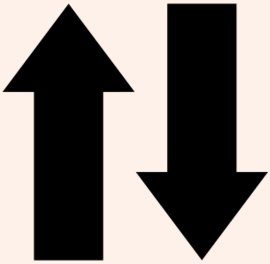
নারীরা পর্দা না করে চললে সমাজ নষ্ট হয়, বেলেল্লাপনা-অশ্লীলতা দেখা দেয়, পুরুষদের চরিত্র নষ্ট হয়। তাই অবশ্যই নারীকে পর্দার ভেতর থাকতে হবে। এক্ষেত্রে দ্বিমতের কোনো সুযোগ নেই।

**কটূক্তি ৯৯:**

ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত আচার হলে ইসলামকে কেন রাজনীতিতে ব্যবহার করা হয়? কেন সবার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

ইসলাম শুধুই আচারসর্বস্ব ব্যক্তিগত ধর্ম নয়। এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। রাষ্ট্র পরিচালনার সব নিয়ম ইসলামে আছে।



**কটূক্তি ১০০:**

ইসলাম রাজনৈতিক মতবাদ হলে ইসলামের সমালোচনা করলে কেন ধর্মানুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগ আনে মুমিনরা?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত আনার অধিকার কারো নেই।

**কটূক্তি ১০১:**

গুটিকয়েক জঙ্গি ইসলামের নামে যেসব সন্ত্রাস করে তা কোরান-হাদীস দ্বারাই স্বীকৃত। তাহলে কেন বলা যাবে না জঙ্গিদের কর্মকাণ্ডই ইসলামের প্রকৃত রূপ?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

সিংহভাগ মুসলিমদের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক নেই। সেই তুলনায় স্বল্প সংখ্যক সালাফিদের কর্মকাণ্ড যারা সহি ইসলাম বলে প্রচার করতে চায়, তারা মূলত মৌলবাদের হাতকে শক্ত করে। এরা সালাফি সেক্যুলার। সালাফি মুসলিমদের সাথে এরাই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী।

**কটূক্তি ১০২:**

উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার থাকলেও অধিকাংশই মুসলিমই তা মান্য করে না। তাহলে কি বলতে হবে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে কন্যাশিশুর অধিকার ইসলামের অংশ নয়?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

কন্যাশিশু উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে হক আছে, তা ইসলাম সম্মত এবং কোরান-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যদি একজন মুসলিমও তা পালন না করে, তার জন্য ইসলাম পরিবর্তিত হয়ে যায় না।

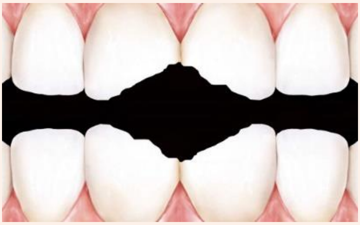
* দাঁতভাঙা কার্টেসি: বামাতি এবং মডারেট।

**কটূক্তি ১০৩:**

নাস্তিকরা ইসলাম নিয়ে কটূক্তি মুমিনরা করলে কেন তাদের কতল করে, কেন ফাঁসির দাবী তোলে? কেন আল্লাহর ওপর বিচারের ভার ছেড়ে দেয় না?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

যারা ইসলামের নামে ইসলামের রসূলের নামে কটূক্তি করে বেড়ায়, ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে, তারা ইসলামের শত্রু। এর চেয়ে জঘন্য অপরাধ আর হতে পারে না। এই অপরাধের শাস্তি দেওয়া প্রতিটি মুসলিমের ঈমানি দায়িত্ব।



**কটূক্তি ১০৪:**

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, বোমা হামলা, খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এতো অপকর্ম যারা করে বেড়ায়, তাদের কেন মুমিনরা শাস্তি দেয় না?

**দাঁতভাঙা জবাব:**

যারা ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস করে বেড়ায়, তারা ইসলামের শত্রু। এরা ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে। তবে ইসলাম হেফাজতের মালিক আল্লাহ। ইনশাল্লাহ কেয়ামতে আল্লাহ তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিবেন।

[বি.দ্র. কটূক্তির বদলে দাঁত ভাঙা জবাবগুলো আমার নয়। বিভিন্ন সময়ে ভার্চুয়াল মুমিনগণ যে জবাব দিয়েছেন, তা কপি করে ছড়িয়ে দিচ্ছি শুধু। আপনারাও সবাই শেয়ার করে নাস্তিকদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জবাব দিন, ঈমান পোক্ত করুন...]

# ফাল দিয়া ওঠা কথা

**১২১.**

কোনো ছেলে নারী-স্বাধীনতা নিয়ে কিছু লিখলেই মুমিনরা মা-বোনকে নিয়ে গৎবাঁধা প্রশ্ন আওড়ায়। যেমন:

- আপনার মা-বোনকে কি বিকিনি পরে হাঁটতে দেবেন?
- আপনার মা-বোনকে কি ওপেন সেক্স করতে দেবেন?
- আপনার মা-বোনকে কি রাত দুটোয় ঘর থেকে বেরোতে দেবেন?

প্রশ্নগুলো শুনলেই বোঝা মুমিনদের কাছে নারীর 'সম্মান' আসলে কী! তারা তাদের মা-বোনদের বোরকা পরায়, বিয়ে দেওয়ায়, ঘরবন্দী করে রাখে। তাদের মা-বোনদের পোশাক, চাল-চলন, জীবন-যাত্রা, সঙ্গী বাছাই সবগুলো তাদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। তাই নারী-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তারা মূল পয়েন্টটাই ধরতে পারে না যে, নারীকে বিকিনি পরানো, সেক্স করানো বা বাইরে বের করানোর কথা বলা হচ্ছে না, বরং পোশাক, যৌনতা, জীবনের সব ক্ষেত্রে যাতে তারাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তা নিশ্চিত করা। আমার মা-বোন কোন পোশাক পডরবে বা তাদের যৌনসঙ্গী কে হবে, ঘর থেকে কখন বের হবে, কোথায় বের হবে, তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিবে। আমার এখানে হস্তক্ষেপ করার কোনো এখতিয়ার নেই।

**১২৩.**

খোদার রাজ্যে পৃথিবী ধর্ষণময়,
পূর্ণিমা রাণী যেন গণিমতের মাল...

**১২৪.**

আজকের মডারেট মোল্লাগণ ভবিষ্যতের মডারেটদের নিকট মৌলবাদী হিসেবেই গণ্য হবে।

**১২৫.**

মানুষ যেদিন আগুন জ্বালাতে শিখল, সেদিনই সভ্য হওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করেছিল। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রজাতি আগুনের ব্যবহার জানে না। আগুন যে কোনো জন্তুর মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে।

মানুষই পারে আগুনকে বিভিন্ন কাজে লাগাতে। মোমবাতি বা মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মত শান্তিপূর্ণ কর্মসূচী খুবই ইতিবাচক একটা আচার। কিন্তু কিছু মানুষরূপী পশুর কাছে এগুলো ভয়াবহ অনাচার। কারণ ওরা পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারেনি। এখনো জন্তুর স্তরে রয়ে গেছে। ক্ষুদ্র আগুনের শিখা তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে...

**১২৬.**

মাঝে মাঝে Random Sex এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যদিও মুমিনদের দেশে তা সম্ভব না।
তবে বেপর্দার দোহাই দিয়ে খুব সহজেই ধর্ষণ করা সম্ভব; বিধর্মী বা আদিবাসী নারী হলে তো কথাই নেই।

**১২৭.**

নামাজ-রোজা করলে আখিরাতের ফায়দা হাসিল হয়।
চাকরি, ব্যবসা করলে দুনিয়ার ফায়দা হাসিল হয়।

আর হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিলে, লুটপাট করলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় কালের ফায়দা হাসিল হয়।

**১২৮.**

অপচয়কারী শয়তানের ভাই।

কৃপণ আল্লাহর দোস্ত।

**১২৯.**

মুসলিমদের অন্যতম সমস্যা - ইসলামকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়া। ধর্ম পালন করুক বা না করুক, সিংহভাগ মুসলিমের মধ্যে এই প্রবণতা বিদ্যমান। অন্য ধর্মের মানুষেরা তাও সব মানুষের জন্য প্রার্থনা করে, এদের প্রার্থনা শুধুই মুসলিমদের জন্য। এদের একদল ইসলামের নাম জঙ্গি হয়, আরেকদল মনে করে - জঙ্গিবাদ অন্যায়, কারণ এটা ইসলামের লঙ্ঘন। অথচ ইসলামের অংশ হোক বা না হোক জঙ্গিবাদ মাত্রই মানবতার লঙ্ঘন - এই চিন্তা এদের মাথায় আসে না।

বিস্মিত হই, যখন দেখি, তথাকথিত নিধার্মিক সেক্যুলার ব্যক্তিও মুসলিমদের সেক্যুলার বানানোর জন্য ইসলামের দোহাই দেন। ইসলাম কতো মহৎ ও অসাম্প্রদায়িক ধর্ম, তা প্রমাণের জন্য আদাজল খেয়ে লাগেন! অথচ সেক্যুলারিজম ধর্মীয় গ্রহণযোগ্যতাকেই অস্বীকার করে। যা খারাপ, তা ধর্মে গ্রহণযোগ্য হলেও খারাপ, যা ভালো তা ধর্মে নিষেধ থাকলেও ভালো। যতোদিন না পর্যন্ত মুসলিমদের এই উপলব্ধি হবে, ততদিন তাদের মানসিকতার উন্নতি হবে না, ইসলামকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার প্রবণতাও ভাঙবে না।

মুসলিমদের 'সুফি মুসলিম' হওয়ার আহ্বান না জানিয়ে মানুষ হওয়ার আহ্বান জানানোই যৌক্তিক।

**১৩০.**

একজন মুক্তচিন্তার মানুষ হবার অন্যতম শর্ত হচ্ছে - ন্যায়-অন্যায় যাচাই করার ক্ষমতা অর্জন করা। ধর্মের নামেও একজন ব্যক্তিকে দিয়ে ভাল কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব,

কিন্তু এতে ব্যক্তির মানসিক বিকাশ হয় না, যাচাই করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না। এমন আজ্ঞাবহ মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে অন্যায় করানো বা অন্যায় কাজে সমর্থন নেওয়াও সম্ভব এবং তা-ই হয়। আজ্ঞাবহ ব্যক্তিরা সব সময়ই মৌলবাদী ও ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিণত হয়।

**১৩১.**

নতুন কোনো উপাদান এলে মুমিনরা প্রথমে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং দাঁত খিচিয়ে বলে, ইসলাম থেকে মুসলিমদের দূরে সরানোর জন্য ইহুদি-নাসারাদের ষড়যন্ত্র।

তবে অনেক পরে গ্রহণ করতে বাধ্য হলে দাঁত কেলিয়ে বলে এটা মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান।

এবং একান্তই যদি মুসলিম বিজ্ঞানীর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব না হয়, তাহলে বলে, বিজ্ঞানীরা সব কোরান পড়ে আবিষ্কার করে...

**১৩২.**

আওয়ামী সরকার ৫০০ মসজিদ তৈরি করবে।

এনশাল্যা একদিন ৫০০ মসজিদ থেকে আওয়ামী সরকারের পতনের ডাক আসবে।

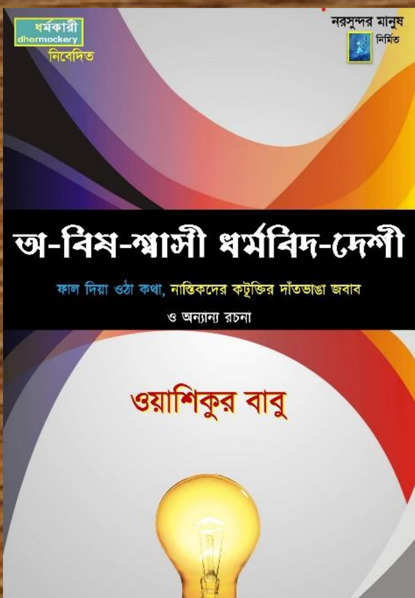


# ওয়াশিকুর বাবু

৩০ মার্চ, ২০১৭, ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিষ্ট ওয়াশিকুর বাবুর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। বেঁচে থাকলে এখন বয়স হতো মাত্র ২৯ বছর। বাংলাদেশের একটি রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম, তারপরও পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিকূল অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার অবিরাম সংগ্রামী ছিলেন তিনি। যে দেশে এই বয়সের বেশিরভাগ তরুণ কল্পিত মিথের চর্চা করে সময় কাটায়, সেখানে তিনি চর্চা করতেন বিজ্ঞান ও যুক্তিমনস্কতার।

ওয়াশিকুর বাবু বুদ্ধিমান, যুক্তিবাদী এবং কুসংস্কারমুক্ত মুক্তমনা মানুষ ছিলেন। সমাজ পরিবর্তন ও ধর্মান্ধতা এবং ধর্ম-ব্যবসা নির্মূল করার প্রশ্নে সাহসী মানবিক সত্তা ছিল তাঁর। কোটি কোটি মগজহীন ধর্মান্ধের দেশে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হতে পেরেছিলেন তিনি।

অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা নির্ভীক যোদ্ধা ওয়াশিকুর বাবুর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে তার স্মৃতির প্রতি অনেক শ্রদ্ধা, ভালবাসা।




## একটি ধর্মকারী ইবুক

www.dhormockery.com
www.dhormockery.net
www.kufrikitab.blogspot.com
dhormockery@gmail.com